নজিরবিহীন হিংস্র স্বৈরাচার। দেউলিয়া অর্থনীতি। সীমাহীন দুর্নীতি, আর্থিক কেলেঙ্কারী। বেপরোয়া সরকারী ধাপ্পা। অবরুদ্ধ গণতন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গের জন্য মমতা ব্যানার্জি সরকারের বিগত চার বছরের 'অবদান' বলতে এটুকুই। মুখোশ খুলছে একের পর এক। স্বভাবসুলভ বাগাড়ম্বরে বহু বিজ্ঞাপিত 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রতিশ্রুতি ফেরি করে তৃণমূল কংগ্রেস মহাকরণে ক্ষমতা দখল করেছিল। আজ চার বছর পর স্পষ্ট, বাংলার বর্তমান শুধু অন্ধকার নয়, পাঁচ বছরের তৃণমূলী অপশাসনের ক্ষত মেলাতে মূল্য দিতে হবে বাংলার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও।

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সময় কী ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতির ফর্দ ? কী দাঁড়িয়েছে বাস্তবে? কী পেয়েছে রাজ্যবাসী?

হিংস্র উগ্র বাহিনী

তৃণমূল দলটি আসলে ক্ষমতালোভী একক ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্খার চারপাশে জড়ো হওয়া একটি হিংস্র উগ্র দক্ষিণপন্থী বাহিনী। আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং সাংবিধানিক বিধি-নিয়মের এরা তোয়াক্কা করে না। চমক ও চটকদারিই তৃণমূল দল ও সরকারের একমাত্র অবলম্বন। জাতপাত, সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি ও বিদ্বেষপ্রবণতায় ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে দল পাকানোর প্রবৃত্তি তৃণমূলের স্বভাবজাত। • তৃণমূল ভারতীয় গণতন্ত্রে সুদূরপ্রসারী বিপদের বার্তাবাহী এক ফ্যাসিস্টসুলভ ঝটিকাবাহিনী। শাসক শ্রেণীর সবচেয়ে কদর্য স্বার্থের প্রতিনিধি। • মুখে জনমোহিনী স্লোগানের অনর্গল ফোয়ারা ছুটছে। কাজে সবসময়ই একশো ভাগ গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থ এবং বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের পক্ষে। কর্পোরেটপন্থী নীতিই এদের সম্বল।

রাজনৈতিক সুবিধাবাদ মজ্জাগত

• রাজনৈতিক সুবিধাবাদ তৃণমূলের মজ্জাগত। তথাকথিত 'প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ভাবমূর্তি' সাজিয়ে রাখতে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে অনেক পরিকল্পনা করতে হয়েছে। তাঁর অনুগতরা এতে প্রভাবিতও হয়ে থাকে। • এহেন ভাবমূর্তি সাজানোর পিছনে উদ্দেশ্য কী? প্রধান উদ্দেশ্য, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের বিরোধিতায় তথাকথিত 'প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ভাবমূর্তি' ব্যবহার করা। এর ফলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সুবিধা হয়। তাছাড়া, 'প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ভাবমূর্তি' সাজিয়ে রেখে প্রয়োজনমত প্রতিটি নতুন পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেত্রী নতুন প্যাকেজে প্রচার-পরিকল্পনা পরিবেশন করেন। যাতে ভোটাররা তাঁর

আগের প্রতিশ্রুতি ও আগের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ভুলে যান। • তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম কংগ্রেসের ঔরসে। আবার জন্মলগ্ন থেকেই তৃণমূল যাত্রা শুরু করেছিল বি জে পি'র হাত ধরে। সরকারী ক্ষমতার ভাগ পেতে তৃণমূল আবার হাত ধরেছে কংগ্রেসেরও। কেন্দ্রীয় সরকারে বি জে পি-র সঙ্গে কিংবা কখনো কংগ্রেসের সঙ্গে শরিক থেকেছে। তৃণমূল সব সময়ই নীতিহীন ক্ষমতালোলুপ এবং নৈরাজ্যবাদী। • পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস একজোট হয়ে ২০১১ সালের ভোটে লড়ে রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল। তার আগে ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস হাত মেলায়। তৃণমূল কংগ্রেস যোগ দেয় মনমোহন সিং মন্ত্রিসভায়। কিন্তু ২০১২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তৃণমূল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে সরে যায়। ইউ পি এ-র উপর থেকে সমর্থন তুলে নেয়। বলাবাহুল্য, কোনো নীতিগত অবস্থান থেকে তৃণমূল সেই সিদ্ধান্ত নেয়নি। নেহাতই রাজনৈতিক ধান্ধা! • ক্ষমতা কব্জা করতে যখন যাকে সুবিধা তার সঙ্গেই তৃণমূল আঁতাত করে। বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করতে এই তৃণমূল দল দোস্তি করেছিল মাওবাদীদের সঙ্গে। আনন্দমার্গী থেকে কামতাপুরী সবার সঙ্গেই এরা বামবিরোধী মহাজোটে শামিল ছিল। ক্ষমতা দখলের পর এইসব অপশক্তির সুবিধাভোগীরা এখন সরকারী প্রসাদে বিগলিত। • ক্ষমতার ছড়ি ঘোরানো ছাড়া বাকি সব তৃণমূলের কাছে ফালতু। কংগ্রেস বা বি জে পি, যে দল ওদের কেন্দ্রে মন্ত্রীত্ব দেয় তাদের সঙ্গেই তৃণমূল সব ব্যাপারে একমত হয়। যেহেতু তৃণমূল চরম ক্ষমতালোভী, তাই তারা একেবারে নির্লজ্জ সুবিধাবাদীও। ফলে গলাগলি করার পরমুহূর্তেই বিশ্বাসঘাতকতা করতেও তৃণমূলের কিছু যায় আসে না। দেশ, দেশের মানুষ, রাজ্যের মানুষ এসব নিয়ে ওদের কোনো আগ্রহই নেই। • বিধানসভা নির্বাচনের পর একের পর এক মাওবাদী নেতা যোগ দিয়েছে তৃণমূলে। তাদের অনেককে নানা স্তরে জনপ্রতিনিধিও বানিয়েছে তৃণমূল। • বখরার লড়াইয়ে পুরোনো স্যাঙাৎদের কারও কারও কপাল তেম কিছু জোটেনি। খুনোখুনি রোজ চলছে। পথে-ঘাটে অনেকেই এখন বলে থাকেন, 'কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলেই কিষেণজী।' • রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় বসার আগে বিকৃত বিরোধী রাজনীতির সুত্রে তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমন্ডলের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি করে দিয়েছে। এটাই তৃণমূলের নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক রাজনীতি। রাজ্য সরকারের দায়িত্ব নিয়েও এদের স্বভাব পাল্টায়নি।

খাল কেটে সাম্প্রদায়িকতার কুমীর

• পশ্চিমবঙ্গে খাল কেটে সাম্প্রদায়িকতার কুমীর এনেছিল তৃণমূল'ই। রাজ্যে মৌলবাদীদের রাজনৈতিক জমি করে দিতে তৃণমূলের কলঙ্কজনক ভূমিকা রাজ্যবাসী ভোলেননি। • শুধু কেন্দ্রে সরকার চালানো নয়, তৃণমূল-বি জে পি জোট পশ্চিমবঙ্গে চালিয়েছে পুরসভা, পঞ্চায়েত, এমনকি কলকাতা কর্পোরেশনও। • তৃণমূল নেত্রী কেন্দ্রে এন ডি এ সরকারের মন্ত্রী হবার বাসনায় আর আর এস এস-এর মতো উগ্র মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে 'দেশপ্রেমিক' আখ্যা দিতে ভ্রূক্ষেপ করেননি।

• জাত-পাত,ভাষা, ধর্মীয় পরিচয়সহ যাবতীয় সংকীর্ণতার ভিত্তিতে সাধারণ মানুষকে ভাগ করাই তৃণমূলের বাঁচার মন্ত্র। • একদিকে, খাগড়াগড়-কাণ্ডসহ রাজ্যে বেশ কিছু ঘটনায় তৃণমূলের ভিন্নধর্মী সাম্প্রদায়িক-চতুরতা স্পষ্ট। গত ২০১৪ সালের ২রা অক্টোবর বর্ধমানে স্টেশনের কাছে খাগড়াগড়ের যে বাড়িতে বিস্ফোরণ হয় তার মালিক একজন পরিচিত তৃণমূল কর্মী। • অন্যদিকে, রাজ্য প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় কলকাতায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সমাবেশ করেছে রমরমিয়ে। কখনও সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতাকে তোষণ, কখনও সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি- ভোটের জন্য যাকে যেমন কাজে লাগে, তাকেই তোল্লা দিয়ে রাজ্য রাজনীতিকে মৌলবাদী বিষে বিষাক্ত করে তুলছে তৃণমূল। • বামপন্থীদের উপর শাসক তৃণমূলের লাগাতার ফ্যাসিস্টসুলভ আক্রমণ দেখেই বি জে পি এবং সমস্ত মৌলবাদী বিভেদকামী শক্তি উৎসাহিত। তারা পরিস্থিতি থেকে ফয়দা লুটতে তৎপর - রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেদের ঘাঁটি পোক্ত করার চেষ্টা করছে। বামপন্থীরা সবসময়ই সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামনের সারিতে। স্বৈরতন্ত্র ও সব ধরনের মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে একমাত্র বামপন্থীরাই। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ও ঐতিহ্যকে রক্ষা এবং পোক্ত করার সংগ্রামে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করছেন বামপন্থীরাই। এজন্যই বামপন্থীদের ওপর নজিরবিহীন এই আক্রমণ। • ২০১১ সালের ১৩ই মে গত বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছিল। ১৪ই মে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত হয় মমতা ব্যানার্জির প্রতি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আশীর্বাণী ও পরামর্শ–''প্রথম রাতেই অভিনন্দন। আপনার কাছে আমার গগনচুম্বী প্রত্যাশা। কিন্তু প্রথমেই বলি, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথাটা বললাম।...আপনি একজন দৃঢ়চেতা মুখ্যমন্ত্রী, আপনার বুদ্ধিমত্তা(র)... ওপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। কিন্তু প্রশাসনে কঠোরতা খুব আবশ্যক। এই কঠোরতা শুরুতেই আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করি।'' • রাজ্যে সরকার গঠনের সময় মুখে বি জে পি-র সঙ্গে দুরত্ব রাখলেও পারস্পরিক সুবিধালাভে তৃণমূল-বি জে পি দোস্তি এখন তলে তলে বেশ জমজমাট। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তাঁর পুরোনো অবস্থান রহস্যময় কারণে বদলে ছিটমহল বিনিময়ে রাজি হয়েছেন। তিস্তার জল বণ্টন নিয়ে তিনি এখন বেশ নরম। সংসদে পার করে দিয়েছেন ভয়ঙ্কর জনস্বার্থবিরোধী কয়েকটি বিল। • এর সঙ্গে ২০১৪ সালের ৩০শে জানুয়ারি কলকাতায় ব্রিগেড ময়দানে বি জে পি-র নির্বাচনী প্রচার সভায় নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ মিলিয়ে দেখলে বুঝতে সুবিধা হবে। মোদী ব্রিগেডে বলেন: ''বিকাশের মন্ত্র নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। আমাদের সুযোগ দিলে পশ্চিমবঙ্গের দু-গুণ, তিন গুণ ফায়দা হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের জন্য উন্নতি করবেন। কেন্দ্রে থেকে আমি এই রাজ্যের উন্নতি করব।'' • লোকসভা নির্বাচনের সময় নরেন্দ্র মোদীকে 'কোমরে দড়ি' দেবার কথা বললেও, গত ১০ই মার্চ (২০১৫) দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে একান্তে আধঘন্টার বৈঠক

করেন মমতা ব্যানার্জি। • গত ১২ই মার্চ (২০১৫) রাজ্যসভায় কৌশলী ওয়াক-আউট করে বীমা আইন সংশোধনী বিল পাশ করাতে মোদী সরকারকে সাহায্য করে। • গত ২০শে মার্চ (২০১৫) রাজ্যসভায় সরাসরি বি জে পি-র সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েই কয়লা এবং খনি ও খনিজ সম্পদ বিলের পক্ষে ভোট দিলো তৃণমূল কংগ্রেস। অথচ, গত ১২ই ডিসেম্বর (২০১৪) লোকসভায় কয়লা বিল পেশের সময় জোরালো বিরোধিতা করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের সদস্যরা বলেছিলেন, ওই বিল পাস হলে বিপর্যয় ঘটে যাবে। কয়লাক্ষেত্রের বিরাষ্ট্রীয়করণই ওই বিলের লক্ষ্য। • গত ৯ই মে (২০১৫) প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার রাজ্য সফরে এসেই নির্ধারিত সূচির বাইরে গিয়ে নজরুল মঞ্চের গ্রিনরুমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্তে ৪০ মিনিটের উপর আলাপচারিতা সারলেন তিনি। • প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-র সঙ্গে ঢাকা সফরে যেতে শেষ মূহুর্তে অস্বীকার করলেও বি জে পি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরসঙ্গী হয়ে গত ৫-৬ই জুন (২০১৫) মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ঢাকা ঘুরে এলেন। • গত ২৩শে জুন (২০১৫) শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ৬৩তম মৃত্যুদিবস সরকারীভাবে পালন করল তৃণমূল সরকার। • বি জে পি সভাপতি অমিত শাহ্ গত ৭ই জুলাই (২০১৫) পশ্চিমবঙ্গে এসে সভা করে আগামী ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বি জে পি'র তরফে তৃণমূলকে কার্যত ওয়াক-ওভার দেবার সিদ্ধান্ত জানিয়ে গেছেন। বললেন, ২০১৬ নয়, এরাজ্যে বি জে পি-র লক্ষ্য ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন। অথচ, গত বছর ৩০শে নভেম্বর (২০১৪) ধর্মতলার জনসভা থেকে তৃণমূলকে উৎখাতেরই ডাক দিয়েছিলেন বি জে পি সভাপতি। এত অল্প সময়েই লক্ষ্য পরিবর্তন হয়ে গেলো কোন্ সমঝোতায়? • বি জে পি-র কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এখন পশ্চিমবঙ্গে এলেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছেন। গত ১৬ই মে (২০১৫) রাজারহাটে এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কয়লা ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পীযূষ গোয়েল ওই অনুষ্ঠানে বলেন, 'মমতাজীকে আমি আমার 'বড় দিদি' হিসেবেই দেখে থাকি।' তিনি রাজ্যের প্রশংসা করে আরো বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নের পথে রয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী মমতাও বলেন, 'গোয়েলজী খুবই উদ্যমী মন্ত্রী।' পীযূষ গোয়েলের এ ধরনের মন্তব্যের পর কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় একইমঞ্চে মমতার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, 'এনার্জি = মমতাজী+কয়লা। অর্থাৎ মমতাদি মানেই এনার্জি।' • গত ৯ই মে (২০১৫) নজরুল মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান সেরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িতে চেপেই রাজভবনে আসেন। আসার পথে ভিক্টোরিয়ায় দাঁড়িয়ে দু'জনে 'ঝালমুড়ি' খান। • গত ১লা মে (২০১৫) কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী হর্ষবর্ধন কলকাতায় এসে রাজ্যের। বললেন, ''মমতা লড়াকু নেত্রী''। • সংসদে বিজেপি-তৃণমূল সুবিধাবাদী সমঝোতা প্রকাশ্যে আসা এখন সময়ের অপেক্ষা। সারদা-কান্ডে সি বি আই তদন্তে হঠাৎ গড়িমসি ও শ্লথগতির কারণ কী দুর্বোধ্য?

মার্কিনী আস্থা ২০০৯ থেকে

• বাম-বিরোধী রাজনীতির মুখ্য মুখ হিসেবে তৃণমূল দল ও মমতা ব্যানার্জিকে 'কাল্টিভেট' (লালন-পালন) করার মার্কিনী পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়ে গেছে একটি সরকারী নথিতেই। ২০০৯ সালের ২০শে অক্টোবর কলকাতার মার্কিন কনসুলেট থেকে তৎকালীন কনসাল জেনারেল বেথ এ. পেন তাঁর উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে পাঠানো কেবল বার্তায় একথা বলেন। বার্তায় পেন আরও বলেছিলেন, মমতা ব্যনার্জি সরকার গঠন করলে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি 'আরও বন্ধুত্বপুর্ণ' ('ফ্রেন্ডলিয়ার') হবে। উইকিলিকস্ থেকে পাওয়া এই কেবল্ বার্তার খবর 'দ্য হিন্দু' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ২০১১ সালের ১১ই এপ্রিল। • ২০১২ সালের ৭ই মে মার্কিন বিদেশসচিব হিলারি ক্লিন্টন মহাকরণে এসে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মার্কিন দূতাবাসের জারি করা প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে খুচরো ব্যবসায় মার্কিন লগ্নির বিষয়ে কথা বলেছেন হিলারি ক্লিন্টন। রাজ্য সরকার অবশ্য একথা মানতে চায়নি। ক্লিন্টনের সফরের আগে প্রকাশিত তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপত্র 'জাগো বাংলা' (৪ঠা মে ২০১২,পৃষ্ঠা ৫) লেখে: ''হিলারির সফর ঘিরে বাংলায় বিপুল বিনিয়োগের সম্ভাবনা''। • বি জে পি'র সঙ্গে কেন্দ্রে সরকার চালানোর সময়ও বাজপেয়ী সরকারের মার্কিন-ঘেঁষা নীতি নিয়ে নীরব ছিল তৃণমূল।

স্বৈরাচারের নরককুণ্ডে

তৃণমূল জমানায় পশ্চিমবঙ্গ এখন শাসক দলের বেপরোয়া স্বৈরাচারের নরককুণ্ড। ন্যূনতম গণতন্ত্র শাসক দল মানতে নারাজ। আইনের শাসন রাজ্য সরকার মানতে নারাজ। বামপন্থার বিরোধিতা ও কমিউনিস্ট বিরোধিতা সমস্ত স্বৈরশাহীরই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য। তবে এখন শুধু কমিউনিস্টরাই নয়, সব অংশের মানুষই আক্রান্ত। • বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর পাশবিক হিংস্রতায় শাসক তৃণমূল হামলা শুরু করে সি পি আই (এম) ও বামফ্রন্টের কর্মী ও নেতাদের উপর। রাজ্যজুড়ে এখনও পর্যন্ত সি পি আই (এম) ও বামপন্থী দলগুলির দেড় হাজারের বেশি কার্যালয় ও ঘরবাড়ি লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করেছে। বেমালুম দখল করে নিয়েছে বহু কার্যালয়। গত চার বছরে তৃণমূলের সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণে শহীদ হয়েছেন সি পি আই (এম)সহ বামপন্থীদলগুলির ১৬০ জনেরও বেশি কর্মী ও সদস্য। • আক্রমণ নেমে আসে তৎকালীন শরিক কংগ্রেসের উপরও। এক সময় যাঁরা তৃণমূলের পক্ষে ছিলেন তাঁদেরও অনেকে কোন কাজের সমালোচনা করে প্রতিহিংসার শিকার। • তবে, এখন শুধু বিরোধীরা নয়, সর্ব অংশের মানুষ আজ আক্রান্ত। সবার ওপর ক্ষমতার ডান্ডা ঘোরানোই তৃণমূলের প্রধান কর্মসূচী। • রাজ্য সরকারে ক্ষমতা কুক্ষিগত একজন ব্যক্তির হাতে। ক্ষমতালোলুপ ব্যক্তি অপর সহকর্মীদের বিশ্বাস করেন না। ফাঁস হচ্ছে নানা কুকীর্তি, দূর্নীতি। তাই দলের মাথায় বসানো শুরু হয়েছে পরিবারের লোকজনকে। 'ভাইপো' বলছে 'পিসি' নাকি 'মা সারদা'! • পুলিশ এবং সরকারী প্রশাসনের নিরঙ্কুশ তৃণমূলীকরণ

এদের লক্ষ্য। যাতে শাসক দলের সর্বাত্মক সন্ত্রাস অবাধ হয়ে ওঠে। পরিষদীয় ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর হুমকি ও জবরদস্তি চালানো হচ্ছে। সরকারী কাজকর্ম বিধিবদ্ধভাবে চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। • পৌরসভা, পঞ্চায়েত, সমবায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক মঞ্চ – সর্বত্র চলছে নৃশংস তৃণমূলীকরণ। • অর্থবল ও পেশীবল সর্বত্র প্রসারিত। ভয় দেখিয়ে অথবা অর্থ দিয়ে বিরোধী সদস্যদের কিনে নিয়ে দখল করে নিচ্ছে পুরসভা এবং পঞ্চায়েত। কালো টাকায় নগদে কিনতে চাইছে জনপ্রতিনিধিদের। • সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের ওপর নজিরবিহীন আক্রমণ শুরু হয়েছে। গ্রন্থাগারে কী কাগজ কেনা যাবে সেব্যাপারেও সরকারী নির্দেশ জারি হয়েছে। রাজ্য সচিবালয় 'নবান্ন'-এ সরকারী কার্ডধারী সাংবাদিকদের পর্যন্ত গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। অপছন্দের হলেই পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ-সমাজবিরোধীদের দিয়েই চলছে হুমকি, মিথ্যা অভিযোগে হয়রানি, এমনকি ফোনেও আড়িপাতা হচ্ছে। • এখন তো তৃণমূলী হামলার হাত থেকে কারও রেহাই নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে পুলিস মাঝরাতে থানায় তুলে নিয়ে গেছে সোসাল মিডিয়া নিজের অভিমত প্রকাশের 'অপরাধ'-এ। সারের অগ্নিমূল্য নিয়ে আপত্তি জানানোয় গ্রামের কৃষককে জনসভায় দাঁড়িয়ে 'মাওবাদী' অপবাদ দিয়ে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। উত্তর ২৪ পরগণার কামদুনিতে ধর্ষণের প্রতিবাদ করায় গ্রামের গৃহবধূদের নামে ফৌজদারি মামলা দিয়েছে পুলিস। মধ্যমগ্রামের ট্যাক্সি চালকের ধর্ষিতা মেয়ের মৃতদেহ রাস্তায় শববাহী গাড়ি থেকে পুলিশ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। মিডিয়ার নজর এড়িয়ে মৃতদেহ দাহ করার ফন্দি এঁটেছিল পুলিস (১লা জানুয়ারি ২০১৪)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থানরত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝরাতে আলো নিবিয়ে পুলিস দিয়ে পেটানো হয়েছে। সি পি আই (এম) কর্মীদের হত্যা করে প্রকাশ্য ফূর্তি করেছে তৃণমূলের ভৈরব বাহিনী। তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা সরাসরি প্রকাশ্য সভা থেকে হুমকি দিয়েছে পুলিসকে বোমা মারার। আক্রান্ত থানা ও পুলিশকর্মীও। অথচ, পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। • লুটপাটের রাজত্বে চলছে তৃণমূল-বনাম-তৃণমূল সংঘর্ষ। তাতেও আহত এবং নিহতের সংখ্যা কম নয়। নিরীহ সাধারণ মানুষের অবস্থা শোচনীয়। • তৃণমূল সরকার জেহাদ ঘোষণা করেছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধেও। মানবাধিকার কমিশনকে পঙ্গু করতে মাথায় বসানো হয়েছে কুখ্যাত পুলিস অফিসারকে। বেহাল অবস্থা রাজ্য মহিলা কমিশনেরও। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের প্রাক্তন কমিশনার শ্রীমতী মীরা পান্ডে সম্পর্কে অশালীন ভাষায় শাসানি দিয়েছেন এমনকি মন্ত্রিসভার সদস্যরাও। অনুগত প্রাক্তন আমলাকে বসিয়ে দিয়ে তৃণমূল চায় অনুগত নির্বাচন কমিশন। তৃণমূলী হামলা হুমকি থেকে রেহাই নেই আদালতেরও। • পশ্চিমবঙ্গের একদা প্রাণবন্ত স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা প্রায় বিধ্বস্ত। পুলিস ও প্রশাসনের মদতে শাসক তৃণমূলের গা-জোয়ারি, ভোট লুঠ, খুনজখম, প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে দলবদল — শাসক দলের যাবতীয় অপরাধমূলক কার্যকলাপে পঞ্চায়েত ও পুরসভা থেকে বিরোধীদের বিশেষত সি পি আই (এম) ও বামপন্থীদের উৎখাত করার নারকীয় অভিযান রাজ্যবাসী দেখেছেন। তা সত্ত্বেও গত জুন মাসের (২০১৫)

পুরসভা নির্বাচনে জিতে শিলিগুড়িতে ও ৪টি পৌরসভায় বোর্ড গঠন করেছে বামফ্রন্ট। • সমবায়গুলিও তৃণমূলের দখলদারিত্বের বলি। আইন এবং আদালতের রায় গ্রাহ্য না করে সমবায়গুলির গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা এরা খতম করেছে। • 'মা-মাটি-মানুষ'-এর নাম করে ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল। অথচ, গত চার বছরে হাজার হাজার কৃষককে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত: জমি থেকে উৎখাত করা হয়েছে। উচ্ছেদ করা হয়েছে হাজার হাজার নথিভুক্ত বর্গাদারকে। এসব চলছে এমন একটা সময়ে যখন বিভিন্ন জেলায় ঋণগ্রস্ত কৃষকরা আত্মহত্যা করছেন। • বিধানসভার ভিতরে মারধর করা হয়েছে বিরোধী দলের বিধায়কদের। রেহাই পাননি মহিলা বিধায়করাও। আক্রান্ত বামপন্থী বিধায়ককে সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে শাসক দলের চোখ রাঙানিতে চিকিৎসকরা উপযুক্ত চিকিৎসা পর্যন্ত করেননি। • পরিষদীয় রীতির তোয়াক্কা না করে বিরোধী নেতার পেশ করা প্রশ্নেও নিরুত্তর সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভাকে লাগাতার এড়িয়ে যাচ্ছেন। তিনি বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে চান না। মিথ্যা মামলায় বিরোধী দলের বিধায়কদের হয়রানি করা হচ্ছে। এমনকি প্রকাশ্য রাস্তায় পুলিস শারীরিকভাবে নিগৃহীত করেছে বিরোধী দলের বিধায়ককে। কোনো বিচার নেই! • রাজ্যের সর্বত্র শাসক তৃণমূলের মস্তান বাহিনী/দলদাস পুলিশ প্রশাসনকে লেলিয়ে দিয়ে বিরোধীদের সভা সমাবেশ আটকানো হচ্ছে। রাজ্যের বিশিষ্ট জনদের সভায় মাইক ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছে না মমতা সরকারের পুলিস। • খোদ মুখ্যমন্ত্রী থানায় ঢুকে অপরাধমূলক কাজে আটক দাগী দলীয় কর্মীদের ছাড়িয়ে এনেছেন। পুলিশের খাতায় নাম থাকা দলীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে দলীয় সভা করছেন। • শাসক দলের সাংসদরা কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকে পেটানোর দায়ে অভিযুক্ত হলেও থানা জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করছে না। অপরাধীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূলের দুষ্কৃতী হলে সাতখুন মাফ। • হিসেব অনুযায়ী, ২০১৪ সালের ৮ই আগস্ট থেকে চলতি বছরের ২০১৫ সালের ২২শে জুন– এই দশ মাসে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের হাতে পুলিশই মার খেয়েছে ২৬বার। তৃণমূল কংগ্রেসের সশস্ত্র কর্মীরা অন্য রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের আক্রমণ করেছে, এমন ঘটনার সংখ্যা ৫১১টি। আর টাকার বখরা নিয়ে কোন্দলে তৃণমূল কংগ্রেসের দু'পক্ষের সশস্ত্র সংঘাত হয়েছে ২৩৮টি। • ভারতের ইতিহাসে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল দু'বছর। আর পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সরকার গঠন করেই ২০১১ সালের ২১শে জুলাই প্রকাশ্যে বললেন, বিরোধীদের দশ বছর মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে থাকতে হবে। অর্থাৎ কোনো সমালোচনা সহ্য করা হবে না। রাজ্যে এখন যেন অঘোষিত জরুরী অবস্থা চলছে।

অপরাধীদের অভয়ারণ্য

• তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গ অপরাধীদের অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে। খুন জখম রাহাজানির স্বর্গরাজ্য। • তার কারণ অপরাধীদের বৃহদংশই শাসক তৃণমূলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। তৃণমূলের হয়ে তোলাবাজি থেকে ভোট লুঠের মাতব্বর তারাই। • এমনকি ধর্ষণের দায়ে

অভিযুক্তদের অধিকাংশই তৃণমূল দলের। তৃণমূল দলের সাংসদ তাপস পাল গত বছর ১৪ই জুন (২০১৪) নদীয়া জেলার চৌমাহা গ্রামে প্রকাশ্য সভায় হুমকি দেন বিরোধী দল সমর্থকদের পরিবারের মহিলাদের 'ছেলে' পাঠিয়ে ধর্ষণ করানোর। তখন মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছিলেন, তাপস পালের বিরুদ্ধে মিডিয়া 'ষড়যন্ত্র' করছে। • তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডল ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটের আগে জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে পুলিশকে বোম মারার হুমকি দেন। • শাস্তির ভয়ে পুলিশও এইসব অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনমাফিক ব্যবস্থা নেয় না। তৃণমূলের নেতা কর্মীরা থানায় ঢুকে পুলিশ পেটালেও তারা চুপচাপ। আলিপুর থানায় তৃণমূল কর্মীদের হামলার সময় আত্মরক্ষায় পুলিশকর্মীরা টেবিলের নিচে লুকিয়েছিল। • সেই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সালের ৬ই নভেম্বর রাতে ভবানীপুর থানায় ঢুকে চার দুষ্কৃতীকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশের প্রতি এটাই পুলিশমন্ত্রীর নির্দেশ ও হুঁশিয়ারি। ফলে যা হবার তাই ঘটে চলেছে। • গত চার বছরে এধরনের 'কীর্তি' বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃণমূলের নেতাকর্মীপদাধিকারীরা রাজ্যের সব প্রান্তেই থানা আক্রমণ করছে। প্রায় নিয়মিত শাসক দলের হাতে মার খাচ্ছে পুলিস কর্মীরা। • জমিবাড়ির ব্যবসা, মদ-মাদক ব্যবসা, বেআইনী প্রমোটারি, চিটফান্ডের কারবার সবেতেই যুক্ত তৃণমূল।

ট্রেড ইউনিয়ন দলন

• তৃণমূল সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করে জেসপে শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প চালু করতে চলেছে মালিক পক্ষ। • তৃণমূল সরকার হাসি ফুটিয়েছে শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধী মালিক পক্ষের। তৃণমূল সরকারের শ্রম দপ্তরের প্রকাশিত 'লেবার ইন বেঙ্গল'-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে স্ট্রাইক এবং লকআউট মিলিয়ে কারখানায় কাজ বন্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে ২৯৫টি। এর মধ্যে স্ট্রাইকের ঘটনা ঘটেছে ১টিই! আর বাকি ২৯৪টিই হলো লক-আউটের ঘটনা। মালিকদের এই লক আউটের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ৯১হাজার শ্রমিক। আর শ্রমিকদের ডাকা সারা বছরের একটি স্ট্রাইকে 'ক্ষতিগ্রস্ত' হয়েছেন ৩৪জন শ্রমিক। রিপোর্টে পরিষ্কার – বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প, চা বাগান এবং ছোট এবং বড় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে লকআউটের হার রাজ্যে বেড়েছে। অথচ এই ক্ষেত্রগুলিতেই কাজ এবং অর্থনীতি অনেকটা নির্ভরশীল। • শ্রম দপ্তর জানিয়েছে, ২০১২-'১৩-তে রাজ্যে স্ট্রাইক-লকআউটের কারণে মোট শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে ১৫৭ লক্ষ। তার মধ্যে মালিকদের কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার কারণে নষ্ট হয়েছে প্রায় ঐ ১৫৭ লক্ষ শ্রমদিবসই। কারণ ১টি স্ট্রাইকের ঘটনায় 'নষ্ট' হওয়া শ্রমদিবস মাত্র ৫২০০। মোট নষ্ট হওয়া শ্রমদিবসের এক শতাংশেরও কম। • তৃণমূল সরকার আর কোনো কাজ না করুক, শ্রমিক শ্রেণীর ওপর হামলা চালিয়ে ধর্মঘট ভাঙতে মরিয়া। ২০১২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে পালিত ধর্মঘট ভাঙার বেপরোয়া চেষ্টা চালিয়েছিল তৃণমূল সরকার। ধর্মঘট ভাঙতে যৌথভাবে রাস্তায় নেমেছিলো পুলিস ও তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনী। ধর্মঘটের ঠিক আগে রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মীবর্গ এবং

অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে সার্কুলার জারি করা হয়। ঐ সার্কুলারে সরকারী কর্মী, শিক্ষক, পঞ্চায়েত ও পৌরসভা কর্মীদের বেতনকাটা, চাকরি জীবনে এক দিন কমিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। সরকারী কর্মীদের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে এরকম কিছু ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। কিন্তু মানুষ মাথা নোয়াননি। • কিন্তু তৃণমূল নেত্রী ঐদিনের অভিজ্ঞতা থেকেও শিক্ষা নেননি। দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরোধিতা করে এবং মূল্যবৃদ্ধির বিরোধিতা করে দেশের ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ২০১৩ সালের ২০- ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। পশ্চিমবঙ্গে সেই ধর্মঘট ভাঙতেও গা-জোয়ারি করতে পিছপা হয়নি মমতা জমানা। নজিরবিহীনভাবে পুলিসকে দিয়ে এলাকায় এলাকায় প্রচার করিয়েছিল ধর্মঘটের বিরুদ্ধে। ধর্মঘট ভাঙতে তৃণমূলী মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সামনে সরাসরি হুমকি দেন: ''যেসব দল বন্ধ করে তাদের ব্ল্যাকলিস্টেড করে দেওয়া হোক।'' নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে তিনি বলেন: ''যারা কাজ করেছে তাদের অ্যাডভান্টেজ দেওয়া হবে। যারা করেনি তাদের বুঝে নেবো।'' • রাজ্য সরকার তার নিজের কর্মীদের হুমকি দিচ্ছে, এক অংশকে লেলিয়ে দিতে চাইছে অন্য অংশের বিরুদ্ধে --এরকম কেউ কখনও শোনেনি। কিন্তু তৃণমূল সরকার ঠিক তাই করছে। গত ২২শে ফেব্রুয়ারি (২০১৪) নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূল পরিচালিত সরকারী কর্মচারীদের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি হুমকি দিলেন: 'কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙে দিন।' মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই হুমকি সভ্যসমাজে নজিরবিহীন। • চা শ্রমিকদের সর্বনাশ করে এবং মালিকদের বাড়তি সুবিধা দিয়ে গত ১৮ই জুন (২০১৫) রাজ্য বিধানসভায় একতরফাভাবে 'দি ওয়েস্টবেঙ্গল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার ফান্ড বিল ২০১৫' পাশ করিয়ে নিয়েছে তৃণমূল সরকার। বিরোধীরা এই বিলে আপত্তি জানিয়ে বলে, ওয়েলফেয়ার ফান্ডের তহবিল আসলে চলে যাবে মালিকদের হাতে। এরফলে চা শ্রমিকদের জন্য আইনমাফিক করণীয় কাজও মালিক পক্ষ করবে না। • শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে গত ১৮ই জুন (২০১৫) রাজ্য বিধানসভায় একতরফাভাবে 'দি ওয়েস্টবেঙ্গল শপস অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০১৫' পাশ করিয়ে নিয়েছে মমতা ব্যানার্জির সরকার। এর ফলে দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কাজের সময়সীমা বাড়িয়ে ১৪ ঘন্টা করে দেওয়া হলো। এর ফলে বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে গেল মালিকপক্ষ। • প্রতিবাদ করলেই শাস্তি। ধর্মঘটের জন্য কাজে গেলেও শাস্তি, নড়লে-চড়লেও শাস্তি। এটা একুশে আইনের চেয়েও ভয়ঙ্কর। রাজ্য সরকারী কর্মীদের শায়েস্তা করতে মমতা ব্যানার্জির সরকার চালু করেছেন জঘন্য 'ডায়াস নন' পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সরকারী কর্মচারী কোনো ধর্মঘটে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর বেতন কাটা হবে এবং চাকরি জীবন থেকে একটি দিন কেটে নেওয়া হবে। ২০১২-র ২৮শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ ধর্মঘটে অনুপস্থিত থাকা সরকারী কর্মচারীদের উপর এই স্বৈরতান্ত্রিক কালা-বিধি কার্যকর করা হয়েছে।

ভোট লুঠের ভোট

• জনগণকে তৃণমূল ভয় পায়। তৃণমূল গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ব্যবস্থা চায় না। চায় না মানুষ স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতান্ত্রিক পরিচালনা এদের অসহ্য। • ২০১৩ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে, ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে এবং ২০১৫-র পৌরসভার নির্বাচনে, গত চার বছরে বিধানসভা লোকসভা আসনের সবকটি উপনির্বাচনে সরকারী মদতে শাসক তৃণমূলের বেনজির হিংসার সাক্ষী থেকেছে এরাজ্য। • পঞ্চায়েতে পাঁচ দফার নির্বাচন পর্বের সময় ৩রা জুলাই থেকে ২৫শে জুলাইয়ের মধ্যে ২৪জন বামপন্থী কর্মীকে খুন করে শাসক দলের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা। • ভোটের আগেই 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' জয়ী হল ৬২৭২টি আসনে। বিরোধীদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহারে বাধ্য করতে এমনকি সন্তানদের ওপরেও চলেছে হামলা। স্রেফ বামফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য ঘরছাড়া হতে হয়েছে কয়েকশো প্রার্থীকে। প্রার্থী অথচ তাঁকেও ভোট দিতে দেওয়া হয়নি এই সংখ্যাও দুশো ছাড়িয়েছে।জোর করে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করা ২১৭৬জনকে।পাঁচ দফায় ভোটের দিন দখল হল ৬১৪২টি বুথ, দেদার ছাপ্পা চললো আরও ১০হাজার বুথে। • তার পরেও যেখানে জিতেছে বিরোধীরা, সেখানে ভোটের পর শুরু হয় তাণ্ডব। তা শুরু হয় বামফ্রন্ট পরিচালিত হলদিয়া পৌরসভা দখল অভিযান থেকে।প্রকাশ্যেই সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন 'নেত্রীর নির্দেশ হলদিয়া পাল্টে দেবো'। ১৫ মাসের মধ্যেই পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত পৌরসভায় সন্ত্রাস চালিয়ে, কাউন্সিলারদের অপহরণ করে দখল নেওয়া হলো। • সন্ত্রাসের পর্ব পেরিয়েই যেখানে বামপন্থীরা পঞ্চায়েত গঠন করেছিল, অঙ্ক কষে সেখানেও শুরু হয় হামলা,এমনকি খুনও। সভাপতি হিসাবে কাজ শুরুর আগেই নৃশংসভাবে খুন করা হলো উত্তর ২৪ পরগণার হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম গাজিকে। সংখ্যা কমিয়ে এরপর সেই সমিতিও দখলও করলো শাসকদল। চব্বিশ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই ফারাক্কায় খুন হলেন পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্য হাসমত শেখ। জনগণের রায়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পঞ্চায়েত সমিতি দখলের মরিয়া চেষ্টাতেই খুনের রাজনীতি শুরু করলো তৃণমূল। এই অভিযান চললো নদীয়ায়ও। স্রেফ বামপন্থীদের সংখ্যা কমানোর জন্য খুন। • অন্য দলের জয়ী প্রার্থীদের ভয় ও প্রলোভন দেখিয়েও পঞ্চায়েত, পুরসভা দেদার দখল করেছে তৃণমূল। একই পন্থায় দল ভাঙিয়েছে কয়েকজন বিরোধী বিধায়ককেও। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে নজিরবিহীনভাবে কলুষিত করেছে তৃণমূল।

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য

• তৃণমূলী নৈরাজ্যে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা উচ্ছন্নে যাবার মুখে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় – ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবকরা আক্রান্ত। শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ চুরমার। নির্লজ্জভাবে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে

শাসক দলের তাঁবেদারদের। চলছে নির্লজ্জ দলতন্ত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে গত ১লা জুলাই (২০১৫) শিক্ষক পিটিয়েছে তৃণমূলের 'ছাত্র'নামধারী মস্তানরা। • কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদগুলি পুলিসের সরাসরি সাহায্য নিয়ে দখল করে নিচ্ছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। ছাত্রসংসদ নির্বাচন প্রহসনে পরিণত। শাসক দলের 'তাজা' নেতা কলেজের টিচার্স রুমে জলের জগ ছুঁড়ে মেরেছে শিক্ষিকাকে। কলেজের অধ্যক্ষ, স্কুলের প্রধান শিক্ষকদেরও ক্যাম্পাসের মধ্যে শাসক দলের গুন্ডারা শারীরিকভাবে নিগ্রহ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন,'ছোট্ট' ঘটনা। • কলেজে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছড়ি ঘোরাতে তৃণমূল এখন নতুন একটি বাহিনী খুলেছে – 'ওয়েবকুপা'। 'ওয়েবকুপা'র বিরাট ক্ষমতা! কারণ তার কাজকর্ম হয় রাজ্য তৃণমূলের সদর দপ্তর থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং কলেজ অধ্যক্ষদের নিয়মিত কুর্নিশ করতে হয় 'ওয়েবকুপা'-র মাতব্বরদের। • কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আয়োজিত সেই 'ওয়েবকুপা'র একটি সভায় গত ২০১৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বলেন, যেসব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা 'ওয়েবকুপা'-র সদস্য নন, তাঁরাই 'হার্মাদ'। মন্ত্রীসুলভ কথাই বটে! • তৃণমূলীদের দাপটে সরে যেতে হয়েছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুব্রত পাল এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নন্দদুলাল পারিয়া, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অমিতা চট্টোপাধ্যায়কে। • কীভাবে তৃণমূল নেতারা কলেজ কব্জা করছে তা গার্ডেনরিচের হরিমোহন ঘোষ কলেজের ঘটনাতেও পরিষ্কার হয়ে যায়। ২০১৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচন ঘিরে তৃণমূলের হামলাবাজী চলার সময় তৃণমূলেরই পরিচিত এক কর্মী প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি চালিয়ে হত্যা করে কর্তব্যরত পুলিস অফিসার তাপস চৌধুরীকে। সবাই টিভিতে দেখেন, কলকাতা কর্পোরেশনে তৃণমুলের কাউন্সিলার এবং ১৫ নম্বর বরো-র চেয়ারম্যান মহম্মদ ইকবাল ওরফে মুন্না অকুস্থলে উপস্থিত এবং কার্যকলাপ। পুলিশ বাধ্য হয় ক'দিন বাদে মুন্নাকে ধরতে। তবে সরকারী চেষ্টায় এখন তিনি জামিন পেয়ে এলাকায় বহাল তবিয়তে। • একটির পর একটি পছন্দসই বেসরকারী ব্যবসায়ী সংস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর অনুমতি দিচ্ছে রাজ্য সরকার। নজিরবিহীনভাবে শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের পথ নিয়েছে তৃণমূল সরকার। শিক্ষাকে পণ্য করার পথে তারা বেপরোয়া। • আই টি আই প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসে দুরবস্থার মধ্যে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার পরীক্ষার্থী। এখন প্রশ্ন ফাঁস কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার দায়ে ধরা পড়ছে একের পর এক তৃণমূলের নেতা-কর্মী। • দিল্লিতে তৃণমূলী মন্ত্রীদের বিক্ষোভ দেখানোর অজুহাতে ২০১৩ সালের ১০ই এপ্রিল কলকাতায় প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় তৃণমূলী মস্তানরা। গেট ভেঙে ঢুকে পড়ে সশস্ত্র তৃণমূলীরা। প্রেসিডেন্সীতে ঐতিহ্যবাহী বেকার ল্যাবরেটরিতেও ভাঙচুর চালানো হয়। নিগ্রহ করা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। তৃণমূলী ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ নেতারা, এমনকি তৃণমূলের স্থানীয় কাউন্সিলারও হামলার সময় উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূল সরকারের মন্ত্রীরা বিবৃতি দিয়ে উৎসাহ দেন হামলাকারীদের। • মেধার ভিত্তিতে ভর্তি এখন অতীত

কথা। তৃণমূলী ছাত্র সংগঠন কলেজে কলেজে ভর্তিতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের কাছে কার্যত আসন নিলামের আসর খুলে বসেছে। তথাকথিত অন লাইন ভর্তির ব্যবস্থা হাসির খোরাক। • মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও সমানতালে ফিরে এলো গণটোকাটুকি। নকল আটকাতে গিয়ে অধ্যাপক, অধ্যাপিকাকে হেনস্থাও হতে হয়েছে শাসকদলের মাস্তান-কর্মীদের হাতে। • সরকারী ডাক্তারদের ওঠবোস করাতে একজন তৃণমূলী বিধায়ক কাম ডাক্তার নিয়োজিত। বেহাল হাসপাতাল ও চিকিৎসা ব্যবস্থা। শোচনীয় অবস্থা শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের। • রাজ্যের কলেজে কলেজে ছাত্র সংঘর্ষ চেহারায় সকলের মতো কলকাতা হাইকোর্টও উদ্বিগ্ন। এপ্রসঙ্গে ২০১২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টে কয়েকটি কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন স্বয়ং বিচারপতি তপেন সেন বলেন, "গোটা রাজ্য জ্বলছে! প্রতি দিন সকালে খবরে দেখছি। কী হচ্ছে, তা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি না?"

নজিরবিহীন নারী নির্যাতন

• পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি, মধ্যমগ্রাম, সাত্তোর – নারী নির্যাতনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এন সি আর বি) এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের রিপোর্ট বলছে – নারী নির্যাতনের গত চার বছর ধরে দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই এক নম্বরে। • কামদুনিতে ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর দু'বছর পার হয়ে গেছে। ২০১৩ সালের ৭ই জুন সেই কলঙ্কজনক ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এক মাসের মধ্যে অপরাধীদের শাস্তি হবে। শাস্তি পাচ্ছে ধর্ষণের প্রতিবাদকারীরাই। • সাত্তোরে পুলিসের হাতে নির্যাতিত মহিলার বিরুদ্ধে বোমা মারার অভিযোগে এনে শিশুপুত্রসহ জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে পুলিশ গত ৪ঠা জুলাই (২০১৫)। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বীরভূমে গিয়ে সাংবাদিকদের সামনে পুলিসের পক্ষ নিয়ে সাফাই দেন। • এসব কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। রাজ্যজুড়ে ঘটছে শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শাসক তৃণমূলের পান্ডারা এসব অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িত। • রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হলে কী হবে, নারী নির্যাতনের এমন সব কলঙ্কজনক ঘটনা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ দূরের কথা, মুখ্যমন্ত্রীসহ সরকারের মন্ত্রীরা নির্যাতিতা মহিলাদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবং 'ছোট্ট' ঘটনা, 'সাজানো ঘটনা', 'ব্যক্তিগত ঘটনা' ইত্যাদি বলে দুষ্কৃতীদের আড়াল করছেন। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের বেপরোয়া মনোভাব বেড়েই চলেছে। পুলিস প্রশাসনও দুষ্কৃতীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। হেনস্থা করছে আক্রান্তদের। • রানাঘাটের মিশনারী স্কুলে ঢুকে ডাকাতি করার পরে ৭১ বছর বয়সী সিস্টার সুপিরিয়রেরও ওপরেও শারীরিক অত্যাচার করা হয়। লজ্জায়, অপমানে রাজ্য ছেড়েছেন তিনি! গোটা দেশে এমনকি বিদেশে পর্যন্ত রাজ্যের নাম ডুবেছে এই ঘটনায়। কিন্তু, একে তো অপরাধী ধরতে গড়িমসি, অন্যদিকে ক্ষুব্ধ জনতাকে রাস্তায় পুলিসী ঘেরাটোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে হুমকি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী এও দেখতে হল পশ্চিমবঙ্গকে।

প্রাক্তন বিধায়ক হত্যা, আক্রান্ত প্রাক্তন মন্ত্রীরাও

• গত ২০১২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি বর্ধমানের দেওয়ানদিঘিতে তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা খুন করে সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক প্রদীপ তা। তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা তাঁর সঙ্গী বিশিষ্ট লোকশিল্পী সংগঠক কমল গায়েনকেও। • গত ২০১৩ সালের ৯ই জুন প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করা হয় বারাবনির প্রাক্তন বিধায়ক তথা সি পি আই (এম) নেতা দিলীপ সরকারকে। প্রাতঃভ্রমণে গুলিবিদ্ধ হন তিনি, হাসপাতালে পরে তাঁর মৃত্যু হয়। • গত ২০১৩ সালের ৮ই ডিসেম্বর হুগলী জেলার ধনেখালিতে রাজ্যের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী, ফরোয়ার্ড ব্লক দলের প্রবীণ নেতা নরেন দে তৃণমূলী দুষ্কৃতী বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হন। নরেন দে কে চুঁচুড়ার ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাক্তন বিধায়ক অজিত পাত্রকেও একই সঙ্গে মারধর করে তৃণমূলী মস্তানরা। ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্যালয়ে জোর করে ঢুকে সশস্ত্র তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা আক্রমণ চালায়। • উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ২৯শে জুন তৃণমূলী গুন্ডারা পরিকল্পিতভাবে বীরভূমের নানুরের প্রাক্তন সি পি আই (এম) বিধায়ক আনন্দ দাসকে নানুর বাজারে তাঁর বাড়ির সামনেই গুলি বোমা ছুঁড়ে হত্যা করেছিল তৃণমূলী গুন্ডারা। • গত ২০১৫ সালের ১৫ই জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণার সন্দেশখালির সি পি আই (এম) বিধায়ক নিরাপদ সর্দারকে সন্দেশখালির খুলনা বাজারে হত্যার চেষ্টা করে সশস্ত্র তৃণমূল বাহিনী। কোনো রকমে তিনি প্রাণে বাঁচেন। • কোনো ক্ষেত্রেই অপরাধীদের শাস্তির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

তৃণমূল নেতাদের জামিন-কান্ড

• তৃণমূল রাজত্বে এও এক নির্মম প্রহসন! প্রথমত, তৃণমূলের লোক হলে পুলিস বহু ক্ষেত্রেই তার অপরাধমূলক কাজের শরিক। দ্বিতীয়ত, তৃণমূলের লোক খুন ধর্ষণ করলেও শাসক দলের নির্দেশে থানা কোনো অভিযোগ নেবে না। তৃতীয়ত, যদি অভিযোগ নিতে বাধ্য হয় তাহলেও কোনো তদন্ত করবে না। চতুর্থত, যদি পুলিস অভিযোগের তদন্ত করতে বাধ্য হয়, তাহলেও তৃণমূলী অপরাধীদের অপরাধ হয় ধামাচাপা দেবে, নয়তো, লঘু করে দেখাবে, জামিনযোগ্য ধারা দেবে। পঞ্চমত, যদি, আদালতে জামিন পাওয়া অসুবিধা হয়, এমনকি যদি আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে তাহলে পুলিস গ্রেপ্তার করবে না। আদালতে জামিন অযোগ্য ধারা থাকলেও সরকারী উকিল হয় অনুপস্থিত থাকবে নয়তো জামিনের জন্য তদারকি করবে। আর যদি জামিন না হয় তাহলেও পুলিস হেপাজত চাইবে না। আইনের শাসন রোজ ধর্ষিত তৃণমূল রাজত্বে। • গত ২৯শে জুন (২০১৫) সিউড়ি আদালতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে জামিন পেয়ে যান তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটের আগে। পুলিসকে বোমা মারার হুমকি দেওয়া, ঘরবাড়ি পোড়ানোর উদ্দেশে আগুন লাগানো বা বিস্ফোরক ব্যবহারের অভিযোগে ৪৩৬ ধারা প্রয়োগ করতে বলেছিল আদালত। যার সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন। পুলিশ চূড়ান্ত রিপোর্ট

জমা দিল বছর দু'য়েক পর। কিন্তু, শেষপর্যন্ত অনুব্রতর বিরুদ্ধে লঘু ধারাই দেয় পুলিশ। সরকারি আইনজীবীও অনুব্রতর জামিনের বিরোধিতা করেননি। ফলে জামিন মঞ্জুর করে দেন বিচারক। • তৃণমূল সাংসদ তাপস পালও সহজেই জামিন পান কৃষ্ণনগর আদালত থেকে। ২০১৪ সালের ১৪ই জুন নদিয়ার চৌমাহায় দলীয় সভায় অশালীন হুমকির ঘটনায় তৃণমূলের সাংসদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হলেও তাপস পালকে পুলিস গ্রেফতার করেনি। তারপর তো তিনি আদালত থেকে জামিন পেয়ে গেলেন। সরকারী আইনজীবী জামিনের বিরোধিতা করেননি। • গত ১৬ই জুলাই (২০১৫) বিধাননগর মহকুমা আদালতে জামিন পেয়ে গেলেন তৃণমূল সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সরকারি আইনজীবী এক্ষেত্রেও জামিনের বিরোধিতা করেননি।তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল গত ১৪ই জানুয়ারি (২০১৫) বাগুইআটি থেকে উল্টোডাঙার দিকে যাওয়ার সময় তিনি কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবলকে চড় মেরেছিলেন। আদালতে চার্জশিট দেয় পুলিশ। বারবার হাজিরার নির্দেশ দিলেও অভিযোগ, একবারও আদালতে হাজির হননি তৃণমূল সাংসদ। গত ৩রা জুলাই (২০১৫) প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দেয় বিধাননগর মহকুমা আদালত। স্থগিতাদেশ চেয়ে বারাসত আদালতে দ্বারস্থ হয় অভিযুক্তপক্ষ। প্রসূনের গ্রেফতারি পরোয়ানার ওপর স্থগিতাদেশ দেয় আদালত।

সারদা-তৃণমূল যোগসাজশ

• 'সারদা' ও অন্যান্য চিট ফান্ড কেলেঙ্কারিতে প্রতারিত হয়েছেন প্রায় এক কোটি মানুষ। বেশির ভাগই গরিব ও নিম্নবিত্ত। উধাও হয়ে গেছে ২৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। শাসক দলের এমন পরিকল্পিত অপরাধ শুধু এরাজ্যে নয়, সম্ভবত গোটা দেশে কেউ কখনও দেখেনি। জালে জড়িয়েছে মন্ত্রী, সাংসদরা। মুখ্যমন্ত্রীর সাফাই, 'যা গেছে, তা গেছে'। উঠেছে মুখ্যমন্ত্রীর এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার প্রামাণ্য অভিযোগ। • তৃণমূলের সর্বোচ্চ স্তরের নেতা-নেত্রীরা দুর্নীতির পাঁকে কীভাবে অধ:পতিত তা তদন্তে ক্রমশ ফাঁস হচ্ছে। আরও অনেক সত্য প্রকাশিত হবে। মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের উপরও সন্দেহের ছায়া পড়েছে। • চিটফান্ডই তৃণমূলের যাবতীয় অপকর্মে টাকার যোগানদার। কারা ছিল তৃণমূলের তান্ডব-কর্মসূচীর স্পনসর, কোন সূত্রে পাওয়া অর্থে গড়ে তোলা হয়েছিল প্রচারক বাহিনী, কাদের মদতে তৃণমূল-সমর্থক একগুচ্ছ সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল বামপন্থীদের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে নেমেছিল, কাদের টাকায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'রামধনু'-জোট বানানো হয়েছিল, কোথা থেকে আসতো 'চোখ ধাঁধানো' নির্বাচনী প্রচারের তহবিল – সারদা তদন্তে পাওয়া তথ্য থেকে এখন কিছুটা বোঝা যায়। তৃণমূল নেত্রীর 'ছবি এঁকে দল চালানো'র পালা কেন সাজানো হয়েছিল?- এখন কিছুটা আন্দাজ করা যায়। • বোঝা যাচ্ছে, কেন বিরোধী বামফ্রন্ট বিধায়করা ২০১২ সালের ১১ই ডিসেম্বর বিধানসভায় সারদা-প্রসঙ্গ তোলার পর শাসক দলের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন? কেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বারবার বলা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার কিছু করেনি? কেন তৃণমূল চিটফান্ড

সংক্রান্ত নতুন আইন পাশ করানোর নামে নানা রকম বাহানায় সময় নষ্ট করেছিল? • তৃণমূল সরকার প্রথমে সারদা কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করেছিল। বিচার বিভাগীয় কমিশন ও 'বিশেষ' পুলিসী তদন্ত দল (সিট) গঠনের আসল উদ্দেশ্য ছিল প্রতারকদের আড়াল করা। সেকারণেই সারদা'র সম্পত্তিতে হাত না দিয়ে সরকারী তহবিল থেকে 'ক্ষতিপূরণ'। এখন বোঝা যাচ্ছে – সারদা'র সম্পত্তিতে তৃণমূল নেতাদের ভাগও কম নয়! • 'ক্ষতিপূরণ'-র প্রহসনও টিকল না। রাজ্য সরকার নিজেই বিচার বিভাগীয় কমিশন তুলে দিয়েছে। এমনকি এই কমিশনের রিপোর্টটিও রাজ্য সরকার প্রকাশ করতে চাইছে না। • তৃণমূল সরকার কিছুতেই চায়নি সি বি আই তদন্ত হোক। সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সরকারী খরচে মামলা করে তদন্তে দেরি করিয়ে দেবার অপচেষ্টা। তদন্ত চলছে চিট ফান্ড সারদা'র বিরুদ্ধে – অথচ তদন্ত আটকানোর জন্য মামলা করছে রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল দল। • তদন্ত ঠেকাতে সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী মমতা সরকার সরকারী তহবিল থেকে ১১ কোটি টাকা খরচ করেছে মামলায়। তবুও পারেনি। সি বি আই তদন্ত শুরু হয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। • তদন্তের কাজে সি বি আই এবং অন্যান্য তদন্ত কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করছে না তৃণমূল দল ও সরকার। মামলা চলাকালীন তৃণমূল বাহিনী আদালতে গিয়ে তান্ডব করছে। সি বি আইয়ের আইনজীবীকে সওয়াল করতে পর্যন্ত বাধা দিচ্ছে। • তদন্ত কিছুটা এগোনোর পর মমতা সরকারের পরিবহণমন্ত্রী মদন মিত্রকে সি বি আই ২০১৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করে। এখনও তিনি জেলে। আশ্চর্যজনকভাবে মদন মিত্র জেলেও আছেন আবার একই সঙ্গে মন্ত্রিসভাতেও আছেন। এমন বিচিত্র জিনিস তৃণমূলেই সম্ভব! মদন মিত্র জেলে ঢোকার পর খোদ মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার রাজপথে 'প্রতিবাদ' মিছিল করেন। মামলা চলাকালীন তৃণমূল বাহিনী আদালতে গিয়ে তান্ডব করছে। সি বি আইয়ের আইনজীবীকে সওয়াল করতে পর্যন্ত বাধা দিচ্ছে তৃণমূলপন্থীরা। • মদন মিত্র জেলে যাবার আগেই ২০১৪-র ২১শে নভেম্বর সারদাকান্ডে গ্রেপ্তার হন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সৃঞ্জয় বসু। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি (২০১৫) তিনি জামিন পান এবং তারপরই 'রাজনীতি ছাড়ার সিদ্ধান্ত' ঘোষণা করেন। • তৃণমূলের সহসভাপতি এবং প্রাক্তন আই পি এস অফিসার রজত মজুমদারকেও সি বি আই সারদা কান্ডে গ্রেপ্তার করেছিল ২০১৪ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি (২০১৫) জামিন পান। রজত মজুমদার সারদা গোষ্ঠীর 'নিরাপত্তা সংক্রান্ত উপদেষ্টা' ছিলেন। • তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভায় নির্বাচিত কুনাল ঘোষকে সারদা কান্ডে জেলে পুরে দিয়েছিল তৃণমূল সরকার ২০১৩ সালের ২৩শে নভেম্বর। তার আগেই কুনাল ঘোষকে দল থেকে সাসপেন্ড করেছিল। কুনাল ঘোষকে সারদা কান্ডের সঙ্গে তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্বের যোগসাজশ নিয়ে প্রকাশ্যে বেশ কয়েকবার মুখ খোলেন। এখনও কুনাল ঘোষ জেলে। • সারদাসহ চিট ফান্ড কান্ডে আরও কয়েকজন তৃণমূল সাংসদের নাম উঠে এসেছে। যেমন, রাজ্যসভার সদস্য মিঠুন চক্রবর্তী, অর্পিতা ঘোষ, তাপস পাল, আহমেদ হাসান ইমরান। • বস্ত্রমন্ত্রী শ্যামাপদ মুখার্জিকেও সারদাকান্ডে তদন্তে ডেকে পাঠিয়ে

জেরা করেছে। • তৃণমূল-ঘনিষ্ট চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্নের সারদা-যোগ নিয়েও সি বি আই/ই ডি অনেকটাই এগিয়েছে। • তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন রাজ্যসভার সদস্য মুকুল রায়কে সারদা কান্ডে গত ৩০শে জানুয়ারি (২০১৫) জেরা করে সি বি আই। • ক্রমশ তৃণমূল দল ও সরকারের মাথার দিকে অভিযোগের তীর ঘুরেছে। তৃণমূল আতঙ্কিত। তদন্ত এগোলে আরও অনেক সত্য ফাঁস হয়ে পড়বেই। • কালিম্পঙের ডেলোতে সরকারী অতিথিশালায় ২০১২ সালের মার্চে গভীর রাতের সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে বৈঠক যে হয়েছিল একথা মুকুল রায় প্রকাশ্যেই স্বীকার করে নিয়েছেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উপস্থিত ছিলেন। • শুধু সুদীপ্ত সেন নয়, রোজভ্যালি কর্তা গৌতম কুন্ডুর সঙ্গেও ডেলোর সরকারী অতিথিশালায় বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। গৌতম কুন্ডু নিজেই কলকাতায় সাংবাদিকদের কাছে গত ৩রা ফেব্রুয়ারিতে (২০১৫) সেই বৈঠকের কথা মেনে নেন। • শুধু সারদা বা রোজভ্যালি নয়, আরও বেশ কয়েকটি চিটফান্ডের প্রতারণা-ব্যবসার সঙ্গেও তৃণমূল নেতাদের যোগসাজশ ইতিমধ্যেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। অ্যালকেমিস্ট চিট ফান্ডের মালিক হরিয়ানার ব্যবসায়ী ও তৃণমূল সাংসদ। জেলায় জেলায় চিট ফান্ডের প্রতারণা ব্যবসায় জড়িত তৃণমূলের পান্ডারাই। • গত ১৮ই জুন (২০১৫) শেষপর্যন্ত 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রোটেকশন অফ ডিপোজিটারস্ ইন ফিনান্সিয়াল এস্টাবলিশমেন্টস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০১৫' রাজ্য বিধানসভায় পাশ করালো মমতা সরকার। এর আগে বহু ঢক্কানিনাদ করে গত ২০১৩ সালের ৩০শে এপ্রিল পাশ করিয়েছিল রাজ্য সরকার। তখন যে যে ধারা সংবিধানবিরোধী বলে বিরোধীরা সতর্ক করেছিল যথারীতি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর পর তাই হয়েছে। তৃণমূলের মন্ত্রীরা বলেছিল, চিট ফান্ড মোকাবিলায় তারা 'কঠোর' আইন করবে। বাস্তবে হলো একটি শিথিল আইন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলের কঠোর ধারাসংবলিত বিলকে তারা শিকেয় তুলে রাখে। উদ্দেশ্য বোঝা দুষ্কর নয়।

আরও দুর্নীতি, আরও আর্থিক কেলেঙ্কারি

• আর্থিক দুর্নীতি গোটা তৃণমূল দলকে গ্রাস করে ফেলেছে। পঞ্চায়েত থেকে কলকাতা পৌরসভা, জেলা পরিষদ থেকে 'নবান্ন'—যেখানে তৃণমূল সেখানেই সরকারী অর্থ ও সম্পদের লাগামছাড়া লুটতরাজ। • কলকাতাসহ তৃণমূল পরিচালিত পৌরসভাগুলিতে ত্রিফলা আলো বসানোর নামে অর্থ তছরূপের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। কলকাতায় নীল-সাদা রঙের বরাত দেওয়া নিয়েও কেলেঙ্কারি। শাসক দল ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের বেআইনীভাবে কোটি কোটি টাকা কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে। • একশো দিনের কাজের কোটি কোটি টাকা তছরূপ চলছে। এমনিতে একশো দিনের কাজে দেশের মধ্যে সবচেয়ে অপদার্থদের দলে তৃণমূল-শাসিত পশ্চিমবঙ্গ। যেটুকু কাজ হচ্ছে, তারও বড় অংশই হাত ঘুরে চলে যাচ্ছে শাসক দলের পকেটে। • গমবীজ কেলেঙ্কারি, কলকাতায় সরকারী পরিবহন সংস্থার জমি বিক্রি নিয়ে কেলেঙ্কারি – দুর্নীতির দীর্ঘ তালিকা। • শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা 'টেট' নিয়েও কেলেঙ্কারি – শাসক দলের ছেলেমেয়ে আত্মীয়দের চাকরি হয়েছে। দেদার

ঘুষ দিতে গিয়ে জেরবার সাধারণ চাকরিপ্রার্থীরা। • উত্তরবঙ্গেও শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এস জে ডি এ) কেলেঙ্কারিতেও কোটি কোটি টাকা তছরূপ। চোর ধরতে গিয়ে বদলি হয়ে গেছেন পুলিস অফিসার। জেলে আই এ এস অফিসার। • এমনকি, পাবলিক সার্ভিস কমিশনও তৃণমূলের নোংরামি থেকে মুক্ত নয়। তৃণমূল নেতা মন্ত্রীদের আত্মীয়/ ঘনিষ্টদের পি এস সি-তে নানা পদে বসানো হয়েছে। অভিযোগ, সেইসব আত্মীয়/ ঘনিষ্ঠরা নাকি ইন্টারভিউ-র আগেই পরীক্ষার্থীদের নাম-ঠিকানার তালিকা চেয়েছেন। উদ্দেশ্য পরিষ্কার! • একদা শাসক দলের ঘনিষ্ঠ নাট্যকর্মী প্রকাশ্যে টিভি চ্যানেলে বসে অভিযোগ করেছেন, নাট্য দলগুলিকে দেওয়া সরকারী অনুদান থেকেও টাকার ভাগ দিতে হয় শাসক দলের সংগঠনকে। যে সংগঠনের মাথায় তৃণমূলের মন্ত্রী ও সাংসদের মতো উচ্চপদস্থরা। • আই টি আই প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশ্ন হাটে বাজারে বিক্রি হওয়া সত্ত্বেও সব জেনেবুঝেও পুলিস অপরাধীদের ধরেনি। প্রশ্ন ফাঁসের দরুন পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় বিনা দোষে দুর্ভোগে পড়তে হলো ১ লক্ষ ৩৩ হাজার পরীক্ষার্থীকে। কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা মিডিয়ায় প্রকাশ হয়ে যাবার পর নিজে থেকে ঘোষণা করেন কোনো তৃণমূল কর্মী প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় যুক্ত নন। অথচ, দেখা যাচ্ছে, শাসক দলের মাথারা সব যুক্ত। কত টাকা তারা ইতিমধ্যেই কামিয়েছে কেউ জানে না।

তোলাবাজি ও তৃণমূল

• আর কিছু হোক না হোক, তৃণমূলের রাজত্বে রমরমিয়ে বেড়েছে তোলাবাজি। ছোট ব্যবসায়ী থেকে থেকে পাড়ার দোকানিদার, আস্তানার সন্ধানে থাকা মধ্যবিত্ত – তৃণমূলের 'দাদা-দিদি'দের নজরানা না-দিলে রেহাই নেই। তোলাবাজি ও তৃণমূল সমার্থক। পাড়ায় পাড়ায় তোলাবাজিই তৃণমূলের 'স্বনির্ভরতা' প্রকল্প!

রাজস্ব ক্ষতি মেনেই 'মোহতা'-প্রীতি

• মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ প্রযোজক ভেঙ্কটেশ মোহতার সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে ২৪ কোটি টাকা ক্ষতিও বেমালুম স্বীকার করে নিয়েছে তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা কর্পোরেশন। সম্প্রতি লেক মল নিয়ে ভেঙ্কটেশ ফাউন্ডেশন নামে এক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হয় কলকাতা কর্পোরেশনের। ভেঙ্কটেশ ফাউণ্ডেশনকে অন্যায় ভাবে সুবিধা পাইয়ে দিতে ৬০ বছরের লিজ চুক্তিকে ৩০ বছর করে দু'ভাগে ভেঙে দেওয়া হয়। লিজ চুক্তি দু'ভাগ করায় স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ রাজ্য সরকারের ২৪ কোটি লোকসান হয়। যে টাকাটা রাজ্য সরকার পেতো ভেঙ্কটেশ ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে। প্রতারক ও অসাধূ ব্যবসায়ীরা এখন তৃণমূল ঘনিষ্ঠ।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী গ্রেপ্তার!

• মুখ্যমন্ত্রীর বৃত্তেও প্রতারকের রমরমা! মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই সরকারী সফর সেরে ফেরার পথে রাতে বিমানবন্দরেই অভিবাসন দপ্তরের আধিকারিকদের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন মমতা

ব্যানার্জির ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী, তাঁর বাংলাদেশ সফরসঙ্গী শিবাজি পাঁজা। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারি (২০১৫) একুশ সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়ে মমতা ব্যানার্জি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। ঐ দিনই তাঁর সফরসঙ্গীর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করে দিল্লি পুলিসের অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখা। ১৮কোটি টাকার প্রতারণার মামলায় শিবাজি পাঁজাকে আটক করা হয়।

টেট কেলেঙ্কারি

• দফতরগুলিতে অবসরপ্রাপ্তদের চুক্তিপ্রথায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট বা টেট পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয় ২০১৩ সালের ২২শে নভেম্বর। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের হিসাবে বৈধ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৭লক্ষ ১২হাজার। সরকারী হিসাবে রাজ্যের সরকারী, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কিংবা সরকার পোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট শূন্যপদের সংখ্যা ছিল ৩৪,৫৫৯। অথচ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখানো হল মাত্র ১৮,৭৯৩জনকে। অঙ্কের হিসাবে পাসের হার মাত্র ১.০৭শতাংশ। এখনো চূড়ান্ত পরীক্ষা বাকি রয়ে গেছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের এবার পার্সোনালিটি টেস্টের মুখোমুখি হতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানেও কেউ কেউ বাদ যাবেন। অর্থাৎ মোট সফল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১শতাংশেরও নিচে নেমে যেতে পারে।রেকর্ড সংখ্যক পরীক্ষার্থী থাকলেও খালি থেকে গেল ১৫,৭৬৬টি প্রাথমিক শিক্ষক পদ। • 'টেট' পরীক্ষায় চাকরি পেল কারা? একটা বিরাট অংশ শাসক দলের নেতা নেত্রীদের ছেলেপুলে আত্মীয়। শিক্ষক নিয়োগের নির্বাচিতদের তালিকা তৈরি হচ্ছে তৃণমূল ভবন থেকে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষায় 'উত্তীর্ণ' শাসকদল তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রীর আত্মীয়স্বজনের নামের তালিকা সবাই জেনে গেছেন। যেমন কালনার তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুন্ডুর পরিবারের ৫জন টেট উত্তীর্ণ হয়েছেন। দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলার কুলপির তৃণমূলের বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদারের ছেলে, ভাইঝি, জামাই প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি পেয়েছেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুরের বিধায়ক অমিয় ভট্টাচার্যের মেয়ে, তমলুকের বিধায়ক মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রের ভাইঝি, হলদিয়ার বিধায়ক শিউলি সাহার ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, ভাগ্নে, ভাগ্নী। • বিরাট অংশকে চাকরি পেতে হয়েছে তৃণমূল নেতাদের বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে। প্রায় প্রকাশ্যে নিলাম করা হয়েছে শিক্ষক পদের চাকরি। • একই হাল মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ এস এস সি'র ক্ষেত্রেও। এস এস সি'র মেধা তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও চাকরি না পেয়ে আত্মহত্যার মতো বেনজির ঘটনার সাক্ষী রয়েছে রাজ্যবাসী। • রাজ্য সরকার আবার প্রাইমারি 'টেট' পরীক্ষা নেবার উদ্যোগ নিয়েছে। (২০১৫) সেখানেও কেলেঙ্কারি। শাসক দলের লোকজন আগে থেকেই ফর্ম হাতিয়ে রেখে বেশি দামে বেচেছে প্রকৃত আবেদনকারীদের। ফর্ম তুলতে গিয়ে পুলিশের হাতে বেধড়ক মার খেতে হয়েছে প্রার্থীদের।

বেহাল অর্থনীতি

• বেহিসেবী খরচ, সরকারী অর্থের নিয়মিত তছরূপ, রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতা এবং অদক্ষতা অযোগ্যতার কারণে চার বছরেই রাজ্যের অর্থনীতির হাল বেহাল করে ছেড়েছে তৃণমূল

সরকার। • রাজ্যে এখন কোনো আর্থিক শৃঙ্খলা নেই। বাজেট কার্যত অর্থহীন। টাকা দরকার-- ধার করো। মোচ্ছব করো। আর সরকারী বিজ্ঞাপনের নামে উড়িয়ে দাও দেদার অর্থ। • যদিও গত চার বছরে প্রথমে ইউ পি এ এবং তারপর বিজেপি সরকারের কাছ থেকে আগের চেয়ে অনেক বেশি হারে আর্থিক সাহায্য পেয়েছে তৃণমূল সরকার।

বেহাল শিল্প

• ''পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতিটি মহকুমায় অন্তত দশটি করে বড়, মাঝারি শিল্প গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ...বেকারদের মুখে হাসি ফোটাতে তৃণমূল কংগ্রেস অঙ্গীকারবদ্ধ।'' এই কথাগুলি ২০১১-র মে মাসে। মমতা ব্যানার্জির দলের নির্বাচনী ইশতেহারে। • শিল্পায়ন নিয়ে নির্বাচনী ইস্তাহারে তৃণমূল বলেছিল – শিল্পে তারা নাকি 'সবুজ বিপ্লব' করবে। চার বছরে সেই 'সবুজ বিপ্লব'-র কী হলো? • পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারের আমলে নতুন কোন শিল্পের কাজ হয়নি। যে কটি শেষ হয়েছে সেগুলির কাজ শুরু হয়েছিল ২০১১-র মে মাসের আগেই। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে ২০১০ সালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছিল ১৫হাজার ৫২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। তারপর তথাকথিত 'পরিবর্তন' এসেছে। আর শিল্পের, বিনিয়োগের, কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার গ্রাফ ক্রমাগত নিম্নগামী। • ২০১২-য় ৯১টি, ২০১৩-য় ৮৭টি, ২০১৪-য় ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ৪১টি শিল্প আগ্রহ দেখিয়েছে। গত সাড়ে তিন বছরে রাজ্যে বড় কোনও শিল্প গড়ে ওঠার কাজ শুরুই হয়নি। • শিল্পে চরম হতাশার প্রমাণ দিচ্ছে বিদ্যুৎ দপ্তরের তথ্য। ২০১২-১৩-তে রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ৭৬১২ মিলিয়ন ইউনিট। ২০১৩-১৪-তে তা নেমে এসেছে ৭৪৬৭ মিলিয়ন ইউনিটে। ২০১৪-১৫-র চূড়ান্ত হিসাব হয়নি। তবে এখনও পর্যন্ত যা প্রবণতা, তাতে ওই চাহিদা দু' শতাংশের বেশি কমবে। কিন্তু ২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১ পর্যন্ত রাজ্যে শিল্প ক্ষেত্রে বিদ্যুতের চাহিদা গড়ে ৮ শতাংশ করে বাড়ছিল। অর্থাৎ শিল্পে রাজ্য এগোচ্ছিল। কাজের সুযোগ বাড়ছিল। • ধাক্কা লেগেছে ছোট ও ক্ষুদ্র শিল্পেও। ছোট ও ক্ষুদ্র শিল্পে কাজের সুযোগ তৈরির উল্লেখযোগ্য জায়গা প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান বিকাশ প্রকল্প(পিএমইজিপি)। ২০০৮-'০৯-এ এই প্রকল্পে রাজ্যে ছোট শিল্প হয়েছিল ৩৮৯৮টি। ২০০৯-'১০–এ তার সংখ্যা ছিল ৭২৯০টি। ২০১০-'১১-তে তা হয়েছিল ৬০৪১টি। ২০১০-১১ পর্যন্ত পরপর তিনবার পশ্চিমবঙ্গ ওই প্রকল্পে প্রথম দুটি রাজ্যের মধ্যে থেকেছে। কিন্তু 'পরিবর্তন'-র পরে সেই গ্রাফ নিম্নমুখী। আর ২০১৪-১৫-তে ১১৪৩টি সংস্থা সহায়তা পেয়েছে। কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে কম – ৯৪৯৭। • মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি শিল্প বিনিয়োগ আনার নামে সিঙ্গাপুর সফর করছেন। সরকারী পয়সা খরচ করে লন্ডন যাচ্ছেন। কলকাতা, মুম্বাইয়ে শিল্প সম্মেলনের নামে ঘটা করে জলসা বসছে বিপুল সরকারী খরচে। কিন্তু উল্লেখ করার মতো বিনিয়োগ কোথায়? উল্টে চালু শিল্প কারখানাগুলিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস পর্যন্ত কয়েকমাস যাবৎ বন্ধ। • অবস্থা এমনই যে গত ১৬ই জুন (২০১৫) কলকাতা হাইকোর্টে বেসরকারি

অর্থলগ্নি সংস্থা এমপিএসের আমানতকারীদের টাকা ফেরত সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর মন্তব্য করেন, ''এই পরিবেশে এখানে কোটি কোটি টাকা কে বিনিয়োগ করবে! কেরল, কর্নাটক থেকেও কেউ আসবে না। কারণ, আমি জানি। মানসিকতা....।'' (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭ জুন ২০১৫)

কোথায় কর্মসংস্থান?

• নির্বাচনী ইস্তাহারে তৃণমূল বলেছিল, ক্ষমতায় এলে তারা এক কোটি বেকারের চাকরি দেবে। রাজ্যে শিল্পায়ন কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনায় তালা পড়ে গেছে। বরং চালু কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নতুন করে বাড়ছে বেকারের সংখ্যা। তৃণমূলের কবলে পড়ে রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। • শিল্পে দুর্গতির কারণে রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাশ করেও ছাত্র ভর্তি না হওয়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং-র আসনের প্রায় ৪০ শতাংশ ফাঁকা রয়ে গিয়েছিল। • তবে তৃণমূল সরকার বেকারদের চাকরি দিতে না পারুক, চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেকারদের কাছ থেকে ঘুষ আদায় করেছে নিয়মিত। চাকরির ফর্ম বিলি করে টাকা তোলা তৃণমূল নেতাদের অভ্যাস। • একদিকে যখন সরকার শূন্যপদ পূরণে আগ্রহী নয়, অন্যদিকে সরকারী দফতরগুলিতে অবসরপ্রাপ্তদের চুক্তিপ্রথায় নিয়োগ করে চলেছে। • স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পরিচালিত প্রকল্পগুলি ধাক্কা খাচ্ছে। দৃষ্টান্ত 'আর্টিজান ক্রেডিট কার্ড'। প্রশাসনিক বৈঠকে, কিংবা জনসভায় এই নিয়ে একাধিক ঘোষণা শোনা গেছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। গত এক বছরে ৩৩হাজার ওই কার্ড দেওয়ার লক্ষমাত্রা ছিলো। কিন্তু, বাস্তবে দেওয়া হয়েছে মাত্র ৩৫৮৮টি। ওই কুটিরশিল্পীরা ঋণ পেয়েছেন মাত্র ২০ কোটি ৫০লক্ষ টাকা। • বেহাল অবস্থা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির। গোষ্ঠীগুলির সংখ্যা গ্রামে, মফস্বলে বেশি। রাজ্যের অর্থদপ্তরের ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০১৩-১৪-তে রাজ্যের ১লক্ষ ২৯ হাজার ৩৩৩টি গোষ্ঠী ঋণ পেয়েছিল। ২০১৪-১৫-তে তা হয়েছে ১লক্ষ ১৪হাজার ৪১টি। ২০০৯-১০-এ তার সংখ্যা ছিল ১লক্ষ ৫২হাজার ৬৭। • দুরবস্থায় বিভিন্ন স্বনিযুক্তি প্রকল্পও। প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান উৎসাহ প্রকল্প (পি এম ই জি পি), বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প, স্বর্ণজয়ন্তী স্বরোজগার যোজনার মতো ওই দশটি প্রকল্পে ২০১৩-১৪-তে রাজ্যের ৫২হাজার ১৫৯জন সহায়তা পেয়েছিলেন। ২০১৪-১৫-তে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৪৬হাজার ৮৮৬তে। বড় শিল্প না হওয়ায় ছোট, মাঝারি শিল্প লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা রাজ্যে কমেছে। এই পরিস্থিতিতে অনেক যুবকই এগিয়ে আসছে না। • ধাক্কা খেয়েছে মাঝারি ও ছোট শিল্প। মুখ্যমন্ত্রী গত চার বছর লাগাতার দাবি করে এসেছেন যে, মাঝারি ও ছোট শিল্পে রাজ্য এগোচ্ছে। কিন্তু রাজ্যের অর্থ দপ্তরের রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৪-১৫-তে এই ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ কমেছে ৩১শতাংশ! ২০১৩-১৪-তে রাজ্যের ছোট ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে ঋণ মিলেছিল ২১হাজার ৮৪২ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫-তে তা নেমে এসেছে ১৫হাজার ৪৭ কোটি টাকায়। • ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোকে দেওয়া রাজ্যের তথ্য অনুযায়ী উপার্জন করার

সুযোগ না পেয়ে ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে আত্মঘাতী হয়েছেন ৪১ জন। এক্ষেত্রেও তৃণমূল-শাসিত পশ্চিমবঙ্গ দেশে সামনের সারিতে!

'এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক!'

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগেই মমতা ব্যানার্জি 'এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক'-র কথা বলতেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তা তৈরি করেন ঢাকঢোল পিটিয়ে। মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন, ক্ষমতায় এলে তারা এক কোটি বেকারের চাকরি দেবে। কিন্তু হয়েছে কত? বিধানসভায় খোদ রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক গত ৩রা মার্চ (২০১৫) বামফ্রন্টের একজন বিধায়কের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, ''এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে মোট নথিভুক্তির সংখ্যা ১৭লক্ষ ২৯হাজার ১১৩জন। এরমধ্যে ১হাজার ৪৩জনের চাকরি হয়েছে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে।'' অথচ গত ২১শে জুলাই প্রকাশ্যে ৩৯লক্ষ চাকরি হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন। কোথায় সেই চাকরি? কোথায় সেই চাকরি পাওয়া যুবরা? কোনও হদিশ নেই!

ক্লাবগুলিকে ঢালাও টাকা, ক্লাবের তৃণমূলীকরণ

• চাকরি-বাকরি নেই-- ক্লাবগুলির একটি অংশকে খুশি রাখতে ঢালাও টাকা বিলোনোর বিশেষ কৌশল নিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি। ২০১২-র জানুয়ারি থেকে ২০১৫-র জানুয়ারি – এই তিন বছরে চার দফায় রাজ্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাবকে মোট ২২৪ কোটি ৭১লক্ষ টাকা দিয়েছেন। কিছু অংশ এই অর্থে ফূর্তি করছে, অন্যদিকে দৈন্যক্লিষ্ট শতাধিক কৃষকের আত্মহত্যার মিছিলে ভ্রুক্ষেপ নেই সরকারের। এই ক্লাবগুলির অনেকে তৃণমূল নেতা, জনপ্রতিনিধিদের নিজেদের ও দলীয় জোরজবরদস্তির কাজে ব্যবহার করছে।

চাকরির ঢালাও প্রতিশ্রুতি

• ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তৃণমূল সরকারের কর্তারা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি জল মিশিয়েছে রাজ্যে কর্মসংস্থানের হিসেব । নানা সময়ে নানা তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ একাধিক মন্ত্রী। আজগুবি তথ্যের হিসাব মেলাতে কালঘাম ছুটেছে আমলাকুলপতিদের। • গত ৩০শে জুন (২০১৫) নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, রাজ্যে আগামী এক বছরের মধ্যে আরও ২ লক্ষ চাকরি হবে। তাঁর দাবি, গত চার বছরে আড়াই লক্ষ সরকারি চাকরি হয়েছে। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার নিয়োগ হয়েছে পুলিশ এবং সিভিক ভলান্টিয়ার পদে। বাকি চাকরি হয়েছে প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষক এবং কেরানি পদে। নবান্নের খবর, চলতি অর্থবর্ষের জন্য বিধানসভায় যে বাজেট গৃহীত হয়েছে, সেখানে ২৩ লক্ষ কর্মসংস্থানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে দু'বছরে ১২ লক্ষ লোক কাজ পাবেন। এই শিল্পে রাজ্যে ৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। • গত ২৮শে জানুয়ারি (২০১৫)পানাগড়ে মাটি উৎসবের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে নতুন দশ লক্ষ

ছেলে-মেয়ের কর্মসংস্থানের ঘোষণা করেন।অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যে কর্মসংস্থানের জোয়ার আনার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। "ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিট থেকে ২ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। আগামী দিনে রাজ্যে বহু শিল্প হবে। আমরা দশ লক্ষ ছেলেমেয়ের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং করাব।" • গত ৩রা জুলাই (২০১৫) কলকাতায় ন্যাসকমের এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বলেন,রাজ্যের তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক বছরের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার নতুন চাকরি হবে। অমিত মিত্রর দাবি,রাজ্যে পনেরোটি নতুন আইটি পার্কে কুড়ি হাজার কর্ম সংস্থান হবে। • গত ২৭শে ফেব্রুয়ারি (২০১৫)রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র ২০১৫-১৬ সালের বাজেট বিবৃতি পেশ করে বলেন, একবছরে রাজ্যে নতুন করে সাড়ে ১৭লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আরো একধাপ এগিয়ে বলেছেন, 'কর্মসংস্থান মানে একশো দিনের কাজের মতো কাজ নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাড়ে ১৭ লক্ষ চাকরি হবে। চাকরি মানে চাকরিই। অন্য সব কর্মসংস্থানের হিসাব ধরলে আমরা একবছরেই ৫০লক্ষ থেকে ১কোটি কর্মসংস্থান পার করে ফেলেছি।' • ২০১৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যা'য় রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেন, রাজ্যে একসঙ্গে প্রায় চার হাজার মানুষের চাকরি হবে।শুধু পরিবহণ শিল্পে নিযুক্ত হবেন, ৩,৭১৪ জন। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে নিযুক্ত হবেন ১৮৫০ জন। • ২০১১ সালের ২৮শে আগস্ট নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, যেসব ছাত্রছাত্রী তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত 'ছাত্র ব্রিগেডে' যোগ দেবে এবং দু'বছর সমাজসেবা করবে তাদের চাকরির পাকা বন্দোবস্ত তিনি করবেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী তিন মাসের মধ্যে তাঁর সরকার দু'লক্ষ ৩১ হাজার নতুন চাকরির ব্যবস্থা করবে। ৪৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি নাকি ইতোমধ্যে হয়ে গেছে! • ২০১১ সালের ১১ই আগস্ট রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা আর্থিক বিবৃতিতে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বলেন, ২ বছরে ১০ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে। • কিন্তু কোথায় হলো এই কর্মসংস্থান?

ঋণ নেওয়ায় রেকর্ড

• মমতা ব্যানার্জি 'বামফ্রন্টের করে যাওয়া বিপুল ধারের বোঝা' নিয়ে অনেক ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে বামফ্রন্ট সরকার ৩৪ বছরে বাজার থেকে ধার করেছিল ৭২ হাজার কোটি টাকা। এটা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ও রাজ্যগুলির গড়ের নিচে ছিল। আর গত ২০১৫ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত হিসেবে বাজার থেকে মমতা ব্যানার্জির সরকার ধার করেছে ৮৬হাজার৭৬৪কোটি টাকা। মাত্র ৪৬ মাসে। ধার করার হিসেবে তৃণমূল আমলে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে 'এক নম্বর'। • ২০১১সালের ১১ই মে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। ক্ষমতায় আসার প্রথম ১০মাসে নতুন সরকার বাজার থেকে ধার করেছিলো ১৭হাজার ৫০০কোটি টাকা। ২০১২-১৩আর্থিক বছরে রাজ্য ধার করে প্রায় ২১হাজার কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে বাজার থেকে মমতা ব্যানার্জির সরকারের ধারের

পরিমাণ ছিলো ২১হাজার ৫৫৬কোটি ৪২লক্ষ টাকা। ২০১৪-১৫-তে বাজার থেকে রাজ্য সরকার ধার নিয়েছিল ২১হাজার ৯০০কোটি টাকা। • ধার-কর্জ চলছেই, ২০১৫-১৬ আর্থিক বর্ষের প্রথম মাসে, অর্থাৎ ২০১৫-র এপ্রিলে, রাজ্য সরকার ১০০০কোটি টাকা ধার করেছে। ২৬শে মে আরও ১৫০০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে বাজার থেকে। ২৩শে জুন আবার ১৫০০কোটি টাকা ধার নেওয়া হয়েছে বাজার থেকে। • রাজ্যে এখন কোনো আর্থিক শৃঙ্খলা নেই। বাজেট কার্যত অর্থহীন। টাকা দরকার-- ধার করো। মোচ্ছব করো। আর বিজ্ঞাপনে খরচ করো দেদার অর্থ।

ঋণের টাকা কোথায় গেল?

• হাজার হাজার কোটি টাকা রাজ্য সরকার ধার করলেও কোনো স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয়নি। শুধু শিলান্যাস আর বামফ্রন্টের আমলে তৈরি সরকারী বাড়ি, হাসপাতাল, সেতুতে নীল-সাদা রঙ চাপিয়ে পাথরে মন্ত্রী-নেতাদের নাম খোদাই করছে। সরকারী কর্মচারী, শিক্ষকদের মহার্ঘভাতা ৪৮% বকেয়া। অনেক ক্ষেত্রে রেগার মজুরি দেওয়া হয়নি। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি বন্ধ হবার মুখে, উন্নয়নমূলক কাজে টাকা নেই। টাকা ঢালা হচ্ছে সরকারী মেলা, মোচ্ছব আর উৎসবের নামে চক্ষু লজ্জাহীন সরকারী প্রচারে। ক্লাবকে কোটি কোটি টাকা বিলোনোর নাম করে সরকারী টাকায় ঘুর পথে ভারী হচ্ছে শাসক দলের ও নেতাদের ব্যক্তিগত তহবিল। • পরিকল্পনা বহির্ভূত খরচে রাশ না টানার ফলেই প্রতি মাসে নিয়ম করে বাজার থেকে টাকা ধার করছে রাজ্য সরকার। অর্থদপ্তরসূত্রেই জানা গেছে, রাজ্যে পরিকল্পনা বহির্ভূত খরচ বাড়ছে।রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে মোট বাজেটের ২৭শতাংশ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫সালের রাজ্য বাজেটে পরিকল্পনা উন্নয়ন খাতে সরকার ৪২হাজার কোটি টাকা ব্যয় করার উদ্যোগ নিয়েছে। আর উলটোদিকে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে রাজ্য সরকারের ব্যয় বরাদ্দ ১লক্ষ ১৪হাজার ৩১৯কোটি টাকা। বিপুল পরিমাণ পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে খরচ করার মধ্য দিয়েই বেহিসাবি খরচে কোনো লাগাম নেই সরকারের। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর ঘিরে কোটি কোটি টাকা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ঋণ নিয়ে মিথ্যাচার

• তৃণমূলীরা বারবার প্রচার করে, বামফ্রন্ট সরকার ১লক্ষ ৯২হাজার কোটি টাকা ঋণ করে গেছে। প্রথমত, এই ঋণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় থেকে ২০১১ সালের ১১ই মে পর্যন্ত সময়ে করা। বস্তুত, বাজার থেকে করা ঋণের পরিমাণ তুলনায় কমই ছিল। • বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে স্বল্পসঞ্চয়ে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল। চিটফান্ডগুলির রমরমা ঠেকাতে তা কাজে এসেছিল। অথচ, কেন্দ্রীয় সরকারের বিচিত্র একতরফা আইন অনুসারে রাজ্যে যত অর্থ স্বল্পসঞ্চয়ে সংগৃহীত হতো, তার একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে রাজ্য সরকারকে নিতে হয়। সেই কারণে, কেন্দ্রীয় আইন অনুসারে ৭৯হাজার কোটি টাকা

ঋণ হয় কেন্দ্রের কাছে। এই ঋণ বাজার থেকে করা ঋণ নয়। • তাছাড়া কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা খাতের বরাদ্দের ৭০শতাংশ রাজ্য সরকারকে নিতে হতো ঋণ হিসাবে। সেই ঋণের পরিমাণ বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে ছিল ১২হাজার ৩০০কোটি টাকা। • নাবার্ডসহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্য থেকে রাজ্যের চৌত্রিশ বছরে ঋণ দাঁড়ায় ৮হাজার ৫০০কোটি টাকা। • পি এফ তহবিলে ঋণের পরিমাণ বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে ছিল ৮হাজার কোটি টাকা। • কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক বছরের শেষ লগ্নে টাকা পাঠানোয় কখনও কখনও টাকা খরচ করা যায় না। খরচ না হওয়া ওই টাকা পরের আর্থিক বছরের ধারের তালিকায় ঢুকে পড়তো। এমন ১২হাজার কোটি টাকাও চৌত্রিশ বছরে ঋণের তালিকায় রয়েছে। • এইসব নিয়ে ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১লক্ষ ৯২হাজার কোটি টাকা। তার মধ্যে বাজার থেকে ধারের পরিমাণ ৭২হাজার কোটি টাকা।

রাজস্ব আদায় কি বেড়েছে?

• তৃণমূল সরকার প্রায়শই দাবি করে বামফ্রন্ট সরকারের আমলের চেয়ে রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায় নাকি বেড়েছে। কিন্তু, বাস্তব কি তাই? • বামফ্রন্ট সরকারের শেষ আর্থিক বছরে, ২০১০-১১, রাজ্য সরকারের রাজস্ব তার আগের বছরের চেয়ে ২৫% বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারপর তো পরিবর্তন! • তৃণমূল সরকারের প্রথম বছর, অর্থাৎ, ২০১১-১২ অর্থ বর্ষে রাজস্ব বৃদ্ধির হার কমে দাঁড়ায় ১৮%। কিন্তু, ২০১২-১৩ অর্থ বর্ষে রাজস্ব বাড়ে ৩১% হারে। কেন হঠাৎ এই বৃদ্ধি? আসলে সেবছরের গোড়ায় তৃণমূল সরকার রাজ্যে একতরফাভাবে চালু করে 'পণ্যপ্রবেশ কর'। ৩০মার্চ ২০১২: আজ রাজ্য বিধানসভায় বিরোধীদের আপত্তি উপেক্ষা করে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র প্রবেশ কর সংক্রান্ত 'ওয়েস্টবেঙ্গল টাক্স অন, এন্ট্রি অব গুডস ইনটু লোকাল এরিয়াস বিল ২০১২' সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাস করিয়ে নেন। চালু করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমতিও নেওয়া হয়নি। তা ছিল সম্পূর্ণ সংবিধান-বিরোধী পদক্ষেপ। • বামপন্থীরা তখন বলেছিল, এটা নিয়ম বিরুদ্ধ।পরে ফল ভোগ করতে হতে পারে। তাছাড়া,ভিন রাজ্য থেকে এ রাজ্যে আসা পণ্যগুলির ওপর কর বসলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়ীরা সেই বর্ধিত বোঝা ক্রেতাদের ঘাড়েই চালান করে দেয়; জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। • ২০১৩ সালের ২৪শে জুন 'পণ্যপ্রবেশ কর'-কে অসাংবিধানিক বলে খারিজ করে দিল হাইকোর্ট। ফলে ফাঁপানো রাজস্ব আদায়ের পরিণতি হলো শোচনীয়। ২০১৩-১৪ সালে রাজস্ব বৃদ্ধির হার এক ধাক্কায় কমে দাঁড়ালো ৯%। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষেও রাজস্ব আদায় হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫হাজার কোটি টাকা কম। • এবার যদি আদালত বেআইনীভাবে আদায়কৃত কর ফেরত দিতে বলে তাহলে কী হবে? দিতে হবে রাজ্যবাসীকেই।

বকেয়া মহার্ঘভাতা

• কেন্দ্রীয় সরকারের হারে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দেওয়া শুরু করেছিল বামফ্রন্ট সরকারই। শুধু সরকারী কর্মচারী নয়, সর্বস্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী,

পুরসভা, পঞ্চায়েত, সমবায় কর্মচারী সকলের জন্য সরকারী তহবিল থেকে বেতন ও পেনশনের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি নিয়মিত মহার্ঘভাতা দিত বামফ্রন্ট সরকার। প্রতি বছর। বামফ্রন্ট সরকারের আগে এসব রাজ্যে অকল্পনীয় ছিল। • তৃণমূলের আমলে ৪৯% মহার্ঘভাতা বকেয়া। এমনকি অশক্ত অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগীদেরও মহার্ঘভাতা দিচ্ছে না এই সরকার। • তৃণমূল সরকারের নীতি, ইচ্ছা হলে মহার্ঘভাতা দেবে, নয়তো দেবে না। • যদিও মন্ত্রী, পরিষদীয় সচিবদের বেতন, বিজ্ঞাপনের নামে সরকারী পয়সায় শত শত কোটি টাকা ধ্বংস করা, রাজ্য জুড়ে হরেক কিসিমের মোচ্ছব—এসব বেড়েই চলেছে। ধার করা টাকায় এসবে সরকার রাজনৈতিক পোষ্যদের বহাল তবিয়তে রেখেছে। এটাই তাদের রাজনীতি।

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিতে আঘাত

• বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, কৃষক ভাতা, আদিবাসী বার্ধক্য ভাতা, মৎসজীবীদের ভাতার মতো বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গুরুত্ব পাওয়া সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি তৃণমূল আমলে আক্রান্ত। সেগুলি হয় বন্ধ হয়ে গেছে, নয়তো অনিয়মিত। • অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড, নির্মাণ কর্মী সুরক্ষা প্রকল্প, বেসরকারী পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি নিয়েও তৃণমূল সরকার ছিনিমিনি খেলছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জমিয়ে রাখা তহবিল ধ্বংস করছে নানা মোচ্ছবে।

মোচ্ছব!

• বারো মাসে প্রায় ৬০টি মেলা, উৎসব করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ২০১৪-র জানুয়ারিতে, তাঁর 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যালেন্ডারে'। এর প্রতিটি দিনক্ষণ মেনে হয়েছে। এসবের জন্য উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কোটি কোটি টাকা। যে চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য ২০১০ সালে রাজ্য সরকারের বরাদ্দ ছিল ৫০লক্ষ ৯২ হাজার টাকা, সেই চলচ্চিত্র উৎসবের খরচ মাত্র চার বছরে মমতা ব্যানার্জি পৌঁছে দিয়েছেন ২২ কোটি টাকায়। খরচ বেড়েছে প্রায় চুয়াল্লিশ গুণ। কোনও রহস্যময় কারণে ২০১৪-র চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য ২কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও, মমতা ব্যানার্জির সরকার খরচ করেছে তার দশগুণ বেশি, ২২কোটি টাকা।

সঙ্কট কৃষিতে

• আশঙ্কাজনকভাবে রাজ্যে ধানের উৎপাদন কমছে। রাজ্যে ২০০৯-১০ আর্থিক বর্ষে চাল উৎপাদন হয়েছিল ১৪৬ লক্ষ ৭০হাজার ৮০০টন ধান। তা ২০১১-১২-তে কমে দাঁড়িয়েছে ১৪৩লক্ষ ৯৯হাজার ৩০০ টনে। উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৩শতাংশ। অথচ এই একই সময়ে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ছত্তিশগড়, বিহার, আসাম, উত্তরপ্রদেশ

চালের উৎপাদন বাড়িয়েছে। • বিরোধীদের কোনো পরামর্শে কান না দিয়ে তৃণমূল সরকার সংখ্যাধিক্যের জোরে ২০১৪ সালের ১০ ডিসেম্বর বিধানসভায় কৃষিপণ্য বিপণন আইন (সংশোধন) আইন পাশ করিয়ে নেয়। এই আইনের মাধ্যমে সাধারণ কৃষকের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে চুক্তি চাষ কিংবা খুচরো পণ্যে বিদেশি বিনিয়োগের রাস্তা খুলে দিয়েছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্র ও রাজ্যের এই নীতির ফলে কৃষির ও কৃষকের সঙ্কট আরও বাড়বে।

বিপন্ন কৃষিজীবী

• একদিকে বাজারে মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে ফসলের দাম নেই। কৃষকরা চরম বিপদে। গত ৩২ মাসে ফসলের দাম না পেয়ে, ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যা করেছেন ১৬০ জনের বেশি কৃষিজীবী। • প্রতি বছর ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ শে অক্টোবর ধান সংগ্রহের সময়। চার বছরে কখনও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি রাজ্য সরকার। ২০১২-'১৩-তে ২২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল (যার অর্থ–৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন ধান) সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। প্রায় ৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল (সাড়ে ৭ লক্ষ মেট্রিক টন ধান) কম সংগ্রহ হয়েছে। অর্থাৎ কৃষকদের থেকে ধান কিনতে সরকার ব্যর্থ। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে ধান সংগ্রহে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি – এমন কখনো হয়নি। • কৃষক দাম পাননি। কিন্তু আলুসহ সবজির দাম বেড়েছে ক্রমাগত। ঘোষণা ছিল ফাটকাবাজদের রুখবে সরকার। আদতে লাভ বেড়েছে ফাটকাবাজদেরই। আলুর দাম বেঁধে দিয়ে ফাটকা কারবারীদের সুবিধা করে দিয়েছে সরকার। যে 'কাটপিস আলু'(কাটা, ফাটা, খারাপ) অন্যান্য বছর ৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়, তা মুখ্যমন্ত্রী সুকৌশলে ১৩ টাকায় বিক্রী করিয়েছেন। যে আলু সাধারণত বাজার থেকে গৃহস্থরা কেনেন, তার দাম অনেক বেশিতে বিক্রি হয়েছে। • উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও কেন্দ্রের নয়া উদারনীতির প্রভাবে পেঁয়াজের দাম হু হু করে বেড়েছে। অথচ রাজ্যে উৎপাদন বাড়লে সেই দাম অতটা বাড়তো না। জেলাগুলিতে পেঁয়াজ চাষের উপকরণ, মূল বীজ পৌঁছে দিতে পারেনি রাজ্য সরকার। • বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সিংহভাগ অংশেরই কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (কে সি সি) নেই। কে সি সি-হীন কৃষকরা সামান্য কিছু মিনিকিট ছাড়া কিছুই পাবেন না। কিন্তু রাজ্য সরকার কোন কৃষকেরই ঋণ মুকুব করছে না। • বামফ্রন্টের সরকার থাকাকালীন রাজ্যে সরকারী ঋণ না পাওয়া, কে সি সি না থাকা (যাঁদের নন-লোনী ফারমার বলা হয়) কৃষকদের জন্য শস্য বীমা চালু ছিল। প্রকল্পটির নাম ওয়েদার-বেসড ক্রপ ইনসিউরেন্স স্কীম (ডব্লু বি আই সি এস)। কাঙ্খিত পরিবেশের অভাবে কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শস্যের ক্ষতি হলে এই বীমার মাধ্যমে কৃষক ক্ষতিপূরণ পেতেন। রবি এবং খরিফ, উভয় শস্যের জন্যই এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন কৃষকরা। দেশে অনেকগুলি রাজ্যে এই প্রকল্প চালু আছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০০০ থেকে এই প্রকল্প চালু হয়। মমতা ব্যানার্জি সেই ডব্লিউ বি সি আই এস বীমাটি সরকার গঠনের পরেই বন্ধ করে দেয়। • গরিব কৃষকদের সুরক্ষার জন্য মমতা ব্যানার্জির সরকারের কোনো প্রকল্প নেই। বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ঠিক করা ধানের দামের উপর আরো ভরতুকি

দিত। সুবিধা হত গরিব কৃষকদের। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি ধানের দামে কোন ভরতুকি দেন না। • হাতে গোনা সম্পন্ন কৃষকদের জন্য উদ্যোগ আছে তৃণমূল সরকারের। এই সরকারের লিখিত নির্দেশ (নং-১৭৮০-ইনপুট/২৫-০৩/১২) জানাচ্ছে পাঁচটি যন্ত্রে রাজ্য ভরতুকি দিচ্ছে। সর্বোচ্চ ভরতুকি ৪৫হাজার টাকা। যন্ত্রগুলি হলো–৪০ অশ্বশক্তির পর্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক্টর (ভরতুকি ৪৫হাজার টাকা), ৮ অশ্বশক্তি বা তার বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন পাওয়ার টিলার (ভরতুকির পরিমাণ ৪৫হাজার টাকা), ৫ অশ্বশক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল বা বিদ্যুৎ চালিত পাম্প সেট (ভরতুকির পরিমাণ ১০হাজার টাকা), সেল্ফ প্রপেল্ড পাওয়ার রীপার (ভরতুকির পরিমাণ ৪০হাজার টাকা) এবং ট্রাক্টর চালিত জিরো টিল সীড কাম ফার্টিলাইজার ড্রিল (ভরতুকির পরিমাণ ১৫হাজার টাকা)। প্রায় কোনটিই সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব কৃষক ব্যবহার করতে পারেন না। • জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার মত কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বরাদ্দ টাকার অনেকটাই খরচ করতে পারেনি রাজ্য সরকার। • কিষাণ মান্ডি ছিল প্রথমে। পরে হলো কৃষক বাজার। ঘোষণায় নাম বদলালো, কিন্তু বহুচর্চিত প্রকল্পের হাল ফিরছে না। প্রথমে ৩৪১টি ব্লকে করার ঘোষণা ছিল। এখন বলা হচ্ছে প্রথমে ৯৫টি হবে। তবে এই প্রকল্পে টাকাই খরচা হলো। কোনোটাই কাজে আসার লক্ষণ নেই। • ভূমি সংস্কার বা খাস জমির পাট্টা বিলির কাজ প্রায় বন্ধ। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে প্রায় ১৪লক্ষ একর জমি প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ পেয়েছিলেন। আর এখন তৃণমূলের নেতাদের জমির দালালির ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

‘নিজ ভূমি নিজ গৃহ’

• ভূমিহীন এবং গৃহহীন মানুষকে বসবাসের জমি দিতে ২০১০ সালের মাঝামাঝি ‘চাষ ও বসবাস’ প্রকল্প কার্যকর করা শুরু করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। ক্ষমতায় এসে ২০১১ সালের অক্টোবরে সেই প্রকল্পকেই নতুন কাজ হিসেবে দেখাতে নাম পাল্টে দিল তৃণমূল সরকার। নতুন নাম হলো – ‘নিজ ভূমি নিজ গৃহ’। বাস্তবে, শাসক দলের নেতারা যত জমির দালালিতে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, ততই মার খেয়েছে ‘নিজ ভূমি নিজ গৃহ’ প্রকল্প।

ভূমিসংস্কার বিল সংশোধনীতে তৃণমূল সরকার

• গত ২০১২ সালের ২রা এপ্রিল বিরোধী বামফ্রন্টের তীব্র আপত্তিকে ভোটাভুটিতে হারিয়ে আজ বিধানসভায় রাজ্যের তৃণমূলী জোট সরকার পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (সংশোধনী) বিল, ২০১২ পাস করিয়ে রাজ্যে ব্যক্তি মালিকানাতেও ঊর্ধ্বসীমা-বহির্ভূত জমি রাখার বন্দোবস্ত সেরে ফেললো।এদিন এই বিলের বিতর্কে অংশ নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র বিলটির তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, ‘‘এই বিলে আপনারা ভূমিসংস্কার আইনের যেসব সংশোধনী এনেছেন, তাতে জমিদারী উচ্ছেদ আইন, সিলিং (ঊর্ধ্বসীমা) আইনকে ভয়ঙ্করভাবে আঘাত করা হচ্ছে। মূল আইনে কিছু ছাড়, কিছু নিষেধ ছিল। এরপর কতটা কী ছাড় বা নিষেধ রাখা যায়, তা নিয়ে আলোচনার সময় নিয়ে গভীর

বিশ্লেষণ দরকার। এজন্যই আমরা বলছি, বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক। সকলের সুচিন্তিত মতামত নেওয়া হোক।'' উল্লেখ্য, রাজ্যে জমির ঊর্ধ্বসীমা রয়েছে ২৪ একর জমি। এদিন বিলটিতে তৃণমূলী সরকারপক্ষ শিল্প-পার্ক থেকে শুরু করে প্রাণীপালন বা ফিল্মসিটির মতো প্রকল্পের অজুহাত দিয়ে সংস্থা বা সংগঠনকে তো বটেই, এমনকী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ঊর্ধ্বসীমা ছাড়ানো জমি সংগ্রহের অধিকার দিয়েছে। • গত ২০১৩ সালের ২৯শে নভেম্বর বিধানসভায় বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস বিধায়কদের অনুপস্থিতে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (সংশোধনী) বিল, ২০১৩ পাস করিয়ে নিল তৃণমূল সরকার। এর মাধ্যমে ভূমিসংস্কার আইনের ১৪ জেড ধারা সংশোধন করা হয়েছে। • গত ২০১৪ সালের ১৯শে নভেম্বর বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন (১৯৫৫) সংশোধনী বিল পাস করালো তৃণমূল সরকার। এর ফলে শিল্প প্রকল্প করার নামে ঊর্ধ্বসীমা বহির্ভূত জমি রাখার সুযোগ বাড়ানো হয়েছে, ঊর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি নিয়ে প্রকল্প রূপায়ণ না করেও আরো বেশি সময় ফেলে রাখা যাবে, এমন কী প্রকল্প রূপায়ণ না করে সেই জমি অন্যকে লিজে বিক্রিও করা যাবে।

সিঙ্গুরের জমি ফেরতের কী হলো?

• তৃণমূল বলেছিল সরকারে এলে তারা জমি ফেরত দিয়ে দেবে। বলাবাহুল্য চার বছর হয়ে গেলেও জমি ফেরতের বিষয়টি এখনও বিশ বাঁও জলে। বিরোধীদের গঠনমূলক পরামর্শ উড়িয়ে দিয়ে ২০১১-এর ১৪ই জুন বিধানসভায় সিঙ্গুর আইন পাশ করানোর সময়ই বোঝা গিয়েছিল তৃণমূল সরকার আসলে প্রচার চায়। জমি ফেরত দিতে চায়না। চায় তাদের সমর্থকদেরও ধোঁকা দিতে। • রাজ্য সরকার সিঙ্গুরের জমি দখল নেওয়ার পর মামলা সুপ্রিম কোর্টে গড়িয়েছে। রাজ্য সরকারের আইনকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিল টাটা মোটরস। সিঙ্গল বেঞ্চ সরকারের পক্ষে রায় দিলেও ডিভিশন বেঞ্চ ২০১২ সালের ২২শে জুন রায়ে সিঙ্গুর আইনকে অবৈধ ঘোষণা করে। মামলা চলছেই।

রেগায় বেহাল দশা

• রেগায় গড় কাজের দিন ২০০৯-১০-এ ছিল ৪৫ দিন। ২০১১-১২-তে তা ২৬.৪৭ দিন। ২০১২-১৩-তে ছিল – ৩৩.৬৬ দিন। ২০১৩-১৪ সালে ৩৭.৪৪ দিন। ২০১৪-১৫ সালে ৩০.৬৩ দিন। অথচ, তৃণমূল সরকারের তরফে রোজ মিথ্যা প্রচার চলছে- রেগায় পশ্চিমবঙ্গ নাকি এক নম্বরে। • তৃণমূল সরকারের আমলে 'রেগা' আর এক কেলেঙ্কারি আখড়া। কাজ যেটুকু হচ্ছে, তাতে ব্যাপক নজিরবিহীন দুর্নীতি। প্রথমত, কাজ দেবার ক্ষেত্রে বৈষম্য। তৃণমূল দলে নাম না লেখালে কাজ নয়। দ্বিতীয়ত, বিচিত্র সব কৌশলে মজুরির টাকা হাতিয়ে নেওয়া। তৃণমূলের ভৈরব বাহিনী পোষার খরচের একটা অংশ এভাবেই আসছে। অবশ্য, যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের বেশির ভাগই মজুরি পাচ্ছেন না। রাজ্য সরকার মিথ্যা

অজুহাত দেখিয়ে বলছে কেন্দ্র নাকি টাকা দিচ্ছে না। বাস্তবে বামফ্রন্ট সরকারের আমলের তুলনায় এই খাতে অনেক বেশি টাকা পাচ্ছে তৃণমূল সরকার।

ভেঙে পড়েছে স্বাস্থ্য

• স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, ১০টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ হবে, ৩৫টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হবে। সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের জন্য টাকা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। সে টাকা এসে পড়ে আছে। প্রকল্প রূপায়ণের ভার রাজ্য সরকারের। একটারও কাজ শেষ হয়নি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শুরু হওয়া মেডিক্যাল কলেজগুলি ছাড়া তৃণমূল সরকার নতুন কোনো মেডিক্যাল কলেজ তৈরি করেনি। হাসপাতালে শয্যা সংখ্যাও বাড়েনি। কিন্তু বাগাড়ম্বরে মুখ্যমন্ত্রী শয্যাসংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে বাড়িয়েই চলেছেন। • বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যে শিশুমৃত্যুর হার ক্রমশ কমছিলো। ২০০৯-এ ছিল ৩৫। ৩১শে নেমে এসেছিল ২০১০-এ। ২০১৩ সালেই তা বাড়তে শুরু করলো। • তৃণমূলের আমলে ডাক্তারবাবুরাও আক্রান্ত। প্রতিহিংসার শিকার। মানসম্মান নিয়ে কাজ করাই দুষ্কর। কাজের পরিবেশ ও উপকরণ নেই। দক্ষ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হচ্ছে। অনেককেই বদলি করে দেওয়া হচ্ছে পরিকাঠামোহীন হাসপাতালে। • কিছুদিন আগে বীরভূমের একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে অন্তত ২০০টি তাজা বোমা ও প্রচুর বিস্ফোরক পুলিস উদ্ধার করেছে। সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের বোমা রাখার গুদামঘর। • সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তৃণমূলের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায় গত জুন মাসে (২০১৫) খোদ সরকারী হাসপাতাল এস এস কে এম-এর নেফ্রোলজি বিভাগে তৃণমূল নেতার নির্দেশে কুকুরের ডায়ালিসিস করার উদ্যোগের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিভাগের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কয়েকজন চিকিৎসকদের আপত্তিতে মানুষের ডায়ালিসিসের যন্ত্রে কুকুরের ডায়ালিসিস হয়নি। কিন্তু, তৃণমূল মাতব্বরদের চোখে সাধারণ মানুষকে কী চোখে দেখে তা স্পষ্ট হয়ে যায় ঐ ঘটনায়। • অসত্য ভাষণ তৃণমূল নেত্রীর পুরনো অভ্যাস। কেন্দ্রে রেলমন্ত্রী হিসাবে রেল বাজেটের সময়েও তিনি স্পেশালিটি হাসপাতালের তালিকা বলেছিলেন। তাঁর ঘোষণা ছিল—যৌথভাবে রেল দেশজুড়ে ৫২২টি হাসপাতাল এবং ডায়াগনাস্টিক সেন্টার তৈরি করবে। রেল স্টেশন বা সংলগ্ন এলাকায় এই চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি তৈরি হবে। এছাড়াও এ আই আই এম এস, ভেলোরের সি এম সি-র মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ ভাবে গড়ে তোলা হবে ১৫টি 'মাল্টি স্পেশালিটি' হাসপাতাল, যার অধিকাংশই হবে পশ্চিমবঙ্গে। বলাবাহুল্য, তার কিছুই হয়নি।

সংখ্যালঘুদের সঙ্গেও প্রতারণা

• সংখ্যালঘুদের নিয়ে অনেক মায়াকান্না তৃণমূল কেঁদেছে। কিন্তু, ক্ষমতায় এসে চটকদার কিছু ঘোষণা ছাড়া গরীব সংখ্যালঘু মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের জন্য প্রকৃত কোনো কাজই তারা করেনি। সংখ্যালঘুদের সঙ্গে তৃণমূল প্রতারণা করেছে। • বামফ্রন্ট সরকার

অনগ্রসর সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের ঐতিহাসিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তৃণমূল সরকার নানা জটিলতা তৈরি করে সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের সুযোগ সীমাবদ্ধ করেছে। শংসাপত্র পাওয়াও সহজ কাজ নয়। • মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ২০১১ সালের ১১ই জুন বলেছিলেন, তৃণমূল সরকার রাজ্যে দশ হাজার মাদ্রাসা খুলবে। কাজের কাজ কিছু করেননি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উদ্যোগ নেওয়া ইংরাজি মাধ্যম মাদ্রাসাগুলির কাজ বামফ্রন্ট সরকার শুরু করলেও ক্ষমতায় এসে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে তৃণমূল সরকার। সংখ্যালঘুদের জন্য শিক্ষা ঋণের পরিমাণও তৃণমূল সরকার ছেঁটে দিয়েছে। • সরকারি সূত্রের খবর: দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১২-১৩য় শুরু) সংখ্যালঘু উন্নয়নে 'মাল্টি সেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' (এমএসডিপি) খাতে পশ্চিমবঙ্গের কাজের হাল শোচনীয়। রাজ্য সরকারের ২০১৪-১৫ আর্থিক বর্ষের আর্থিক সমীক্ষা অনুযায়ী, 'মাল্টি সেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' স্কিমে কেন্দ্রের দেয় ১১১৭.৬ কোটি টাকা এবং রাজ্যের দেয় ২২৬ কোটি টাকা, মোট ১১১৩৪৬ কোটি টাকার মধ্যে রাজ্য সরকার খরচা করেছে মাত্র ৮৫৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। বামফ্রন্টের আমলে এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ছিল দেশে প্রথম। তৃণমূলের আমলে নেমে গেছে চার নম্বরে। • 'মাল্টি সেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' স্কিমের অর্থে সংখ্যালঘুদের জন্য ইন্দিরা আবাস যোজনার বাড়ি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, শৌচালয়, পানীয় জল প্রকল্প, আইটিআই, পলিটেকনিক, হস্টেল, রাস্তা ইত্যাদি হওয়ার কথা। রাজ্য সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী, তিন বছরে কেন্দ্রের পাঠানো টাকার মধ্যে রাজ্য সরকার খরচ করে উঠতে পেরেছে সাকুল্যে ৫৮%! যা মুখ্যমন্ত্রীর দাবির (নব্বই ভাগ) থেকে অনেক কম। • পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম দেশে একাদিক্রমে সেরা কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে। এখন নিগমে প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে না। • সংখ্যালঘুদের জন্য বাড়ি তৈরির প্রকল্প রূপায়ণে তৃণমূল সরকার চরম ব্যর্থ। সংখ্যালঘুদের জন্য বহু ঘোষিত হাসপাতাল এখনও পর্যন্ত দেখা নেই। • ২০১২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি হাওড়ার সাঁকরাইলে জরি হাবের শিলান্যাস হয়েছিল। কিছুই হয়নি। ঐদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হাওড়ারই ডোমজুড়ে স্বর্ণশিল্পীদের জন্য একটি হাব স্থাপনের ঘোষণা করেন। কোথায় কী? সবই ধাপ্পা। • সংখ্যালঘু উন্নয়নে ২০১২-র ১০ই অক্টোবরে কলকাতায় নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটি সরকারী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ছিল, রাজ্যে সংখ্যালঘুদের জন্য ৫৬টি মার্কেটিং হাব তৈরি করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন সেখানে প্রায় ছাপান্ন হাজার সংখ্যালঘু ছাত্রদের কাজের বন্দোবস্ত হবে। কোথায় মার্কেটিং হাব? • কমে গেছে সংখ্যালঘুদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার মাত্রা এবং পরিমাণও। রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এই ঋণ দেয়। ২০১১-১২-তে ২৮৪৩ জন শিক্ষাঋণ পেয়েছিলেন ৮কোটি ৫৯ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। সরকারের রিপোর্ট জানাচ্ছে ২০১২-১৩-তে সেই ঋণ পেয়েছেন ১৬২৪ জন। টাকার পরিমাণ কমে হয়েছে প্রায় অর্দ্ধেক – ৪ কোটি ৭২ লক্ষ ৪৭ হাজার। • গরিব সংখ্যালঘু পরিবারের মহিলাদের স্বনির্ভরতার প্রকল্প (এম ডব্লিউ ই পি) রাজ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে গত চার বছরে।

২০০৯-১০-এ ঐ প্রকল্পে ৭৭৯৫টি ব্যবসার ক্ষেত্রে মহিলাদের সহায়তা করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের পক্ষ থেকে তাঁদের দেওয়া হয়েছিল ৮ কোটি ৫১লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। তৃণমূল সরকারের আমলে ২০১১-১২-তে ৯৫জন মহিলাকে এই প্রকল্পে সহায়তা দেওয়া হয়। ২০১২-১৩ আর্থিক বর্ষে রাজ্যে মাত্র ৩২৫জন মহিলাকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

বেহাল দশায় তফসিলী জাতি-আদিবাসীরা

• তৃণমূল সরকারের আমলে নাজেহাল অবস্থা তফসিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভূক্ত গরিব মানুষের। একশো দিনের কাজের প্রকল্প তলানিতে। ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তফসিলী জাতি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ভূক্ত মানুষই। জঙ্গলমহলে একশো দিনের কাজের হাল অত্যন্ত খারাপ। • বামফ্রন্ট সরকার ভূমিহীনদের জমির পাট্টা এবং আদিবাসীদের বনভূমির পাট্টা দেওয়ার যে কর্মসূচী রূপায়ণ করেছিল তাও এখন থমকে। বার্ধক্যভাতার টাকা মিলছে না। হোস্টেল ভাতাও প্রায় বন্ধ। দুরবস্থায় গরীব পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা। সাঁওতালি ভাষার শিক্ষক নিয়োগ ও অলচিকি লিপিতে পুস্তক বন্টনের কাজেও তৃণমূল সরকার চূড়ান্ত ব্যর্থ।

উদ্বাস্তু সমস্যা: তৃণমূলের কুম্ভীরাশ্রু

• উদ্বাস্তুদের সমস্যা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কুমীরের কান্না কাঁদছে। ২০০৩ সালে বিজেপি-তৃণমূল জোট সরকারের আমলেই 'নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন' করে উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে ঘৃন্যতম আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছিল। এই আইনবলে ভারতে আসার বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারলে উদ্বাস্তু এবং তাদের পরিবার পরিজনদের বহিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বামপন্থীরা তখনই এই আইনের অপব্যবহারের আশংকা প্রকাশ করেছিল। উদ্বাস্তু-স্বার্থ-বিরোধী আইনের বিরোধিতা করেছিল। কেন তারা ২০০৩ সালের আইনের পক্ষে ছিল – তৃণমূলকে জবাব দিতে হবে। • ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর আসা উদ্বাস্তুদের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের দাবিতে বামপন্থীরাই সোচ্চার। বামপন্থীরাই উদ্বাস্তুদের স্বার্থরক্ষার জন্য লড়াইয়ের ময়দানে শামিল। কি কংগ্রেস, কি বিজেপি-তৃণমূল জোট পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার কিছুই করেনি। • পশ্চিমবঙ্গে 'অনুপ্রবেশ'-র সমস্যা নিয়ে বিদ্বেষমূলক প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি ও সংঘ পরিবার। উদ্বাস্তু সমস্যাকে তারা সাম্প্রদায়িক বিভাজন বাড়াতে ব্যবহার করছে। মিথ্যাচার করে বিভাজনের রাজনীতি থেকে ফয়দা তুলতে চাইছে তৃণমূল।

সরকারী মদতে পানশালার ব্যবসায় রমরমা!

• তৃণমূলের ২০১১ সালের বাংলা নির্বাচনী ইস্তেহারের নবম পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছিল: ''শিল্পের থেকে আজ শুঁড়িখানা অনেক বেশি। শিল্প মানে কেন শুধু মদের বন্যা! আর বিষমদে মৃত্যুর কান্না!'' • চরম এই মিথ্যা কথা লিখতে হাত কাঁপেনি তৃণমূলের। কিন্তু এখন কী করছে

তৃণমূল সরকার? মদ শিল্প থেকেই বিরাট অংকের টাকা তুলছে 'মা-মাটি-মানুষ'-র সরকার। দুভাবে ফুলে ফঁপে উঠছে অর্থমন্ত্রীর তহবিল। প্রথমত, বিদেশ থেকে স্পিরিট আমদানির ঢালাও অনুমতি দিয়ে। দ্বিতীয়ত, দেশি বিদেশি মদের দোকানের ছাড়পত্র দিয়ে। মদের উপর কর না বাড়িয়েও বিপুল পরিমাণ 'আয়' বৃদ্ধি থেকে বোঝা যায় বাংলা জুড়ে মদের ফোয়ারা ছুটিয়েই এরা সরকারী তহবিল ভরতে চায়। • ২০১১ সালের ১ আগস্টের দৈনিক 'বর্তমান' লিখেছিল: ''আয় বাড়াতে ১২টি নতুন দেশী মদের কারখানা খোলার অনুমতি দিলো আবগারি দপ্তর। এরকম আরো ২০টি কারখানার অনুমোদন দিতে আবগারি দপ্তরে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। রাজ্যে এখন মাত্র ১৫টি দেশী মদের কারখানা আছে। ...২৫ হাজার টাকায় দরখাস্ত কিনে ৫ লক্ষ টাকা লাইসেন্স ফি জমা দিলেই জেলায় জেলায় দেশী মদের কারখানা খোলার অনুমোদন দেবার নীতি গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।'' • ২০১১ সালের আগস্টে 'সরকারের নব্বই দিন' শীর্ষক রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রকাশিত প্রচার পুস্তিকায় (পৃষ্ঠা ৪৪) লেখা হয়েছিল,বিদেশ থেকে অধিকমাত্রায় স্পিরিট আমদানীর পদ্ধতির সরলীকরণ। • তৃণমূল সরকারের আট মাসের মাথায় 'কিছু কথা ...কিছু কাজ' শীর্ষক রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রকাশিত প্রচার পুস্তিকায় (পৃষ্ঠা ৩৮) লেখা হয়েছিল,অনলাইন পদ্ধতিতে ''বিরাট পরিমাণ মদ'' আমদানির ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার। • আনন্দবাজার পত্রিকা গত ২০শে ফেব্রুয়ারি (২০১৫) লিখেছে, গ্রামে-গঞ্জে-মফস্বলে খাবারের দোকানে দেশি মদ রাখা ও বসে খাওয়ার ঢালাও অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আবগারি দফতর, যা কিনা অদূর ভবিষ্যতে লাইসেন্সপ্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করবে। সেই মতো গত ক'মাসে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ৬৬টি ধাবা ও খাবারের দোকান দেশি মদ রাখার অনুমতি পেয়েছে। ছ'মাস মদ বিক্রির পরে তাদের পাকাপাকি লাইসেন্স দেওয়া হবে। "বেকার ছেলে-মেয়েরা খাবারের দোকানে দেশি মদ রাখতে চাইলে অনুমতি পাবেন। এখন এটাই সরকারের নীতি।" বলছেন এক আবগারি-কর্তা। অর্থ দফতরের তথ্য বলছে, গত অর্থবর্ষে (২০১৩-১৪) রাজ্য আবগারি দফতরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩২০০ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে লক্ষ্যমাত্রা প্রথমে ধার্য হয়েছিল ৩৮০০ কোটি, পরে তা ৩৬০০ কোটিতে নামিয়ে আনা হয়।

বেহাল বিদ্যুৎ

• পশ্চিমবঙ্গে ১৭৭ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো ১৭০০ মেগাওয়াট। ২০১১ সালের নির্বাচনের আগে তা দাঁড়ায়, ১১,৩০০ মেগাওয়াটে। • তৃণমূল সরকারের চার বছরে রাজ্যে নতুন কোনও বিদ্যুৎ কেন্দ্র হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার কাটোয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে এগিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস জমির আন্দোলনের নামে তাতে বাগড়া দিয়েছিল। গত চার বছরে রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা কমেছে। • কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কারণে বিদ্যুতের দাম বাড়ালেও বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গরীব নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য ভরতুকি দিত রাজ্য সরকার। ২০১০ সালের জুলাইয়ে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিদ্যুতের দাম বাড়ালে দু:স্থ ও গরীব মানুষের স্বার্থে ১২০ কোটি টাকা ভরতুকি দিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। ফলে প্রায় ২০ লক্ষ গ্রাহকের ক্ষেত্রে মাশুল আগের চেয়ে কমে গিয়েছিল। মাশুল বদলায়নি ২২ লক্ষ গ্রাহকের ক্ষেত্রে। ৩৬ লক্ষ গ্রাহকের ক্ষেত্রে মাশুল দাঁড়িয়েছিল বর্ধিত হারের চেয়ে কম। • তৃণমূল সরকার চার বছরে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে ১৫ বার। বছরে ইউনিটি প্রতি ৬৭ পয়সা করে। মমতা সরকারের 'কৃতিত্বে' বিদ্যুতের দামে পশ্চিমবঙ্গ এখন দেশের শীর্ষে। • দিল্লিতে একজন সাধারণ মধ্যবিত্তের বাড়িতে ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ করলে ৪৪০ টাকা মাসে দিতে হয়, ২০০ ইউনিটের জন্য দিতে হয় ৮৪০ টাকা। সেখানে কলকাতায় ওই একই পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচের জন্য দিতে হয় যথাক্রমে ৫৮০ টাকা ও ১৩০০ টাকা। • সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে তৃণমূল সরকার দাবি করেছে, 'সবার ঘরে আলো' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ আর্থিক বর্ষের মধ্যে রাজ্যে প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু এটা তৃণমূল সরকারের নিজস্ব কোনো প্রকল্পই নয়। কেন্দ্রীয় সরকার রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ যোজনা গ্রহণ করেছিল ২০০৫ সালে। বামফ্রন্ট সরকার ২০১১ সালের মে মাস পর্যন্ত ঐ প্রকল্পের মাধ্যমে এরাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ২৯ লক্ষ গ্রাহককে যুক্ত করেছে। পরবর্তী ৩২ মাসে তৃণমূল সরকার নতুন করে যুক্ত করেছে মাত্র ২ লক্ষ গ্রাহক। এরপরেও সব ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্ব দাবি করতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তৃণমূল সরকার। • ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি ভারতের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কোম্পানি বলে ঘোষিত হয়েছে, এটা ঠিক। তৃণমূল সরকার সেটাকেই নিজেদের সাফল্য বলে প্রচার করছে। কিন্তু ২০০৭-'০৮ সাল থেকে প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ বন্টন ও সংবহন কোম্পানি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ ছিল ভারতের মধ্যে প্রথম স্থানে। এখন বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে উন্নতি নয়, অধোগতিই চলছে এরাজ্যে।

রেশন ব্যবস্থায় কোপ

• রেশনের আওতা থেকে ৪কোটিও ওপর মানুষকে ছেঁটে ফেলতে চাইছে রাজ্য সরকার। ছাঁটাই পর্বের নেপথ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের তথাকথিত 'খাদ্য সুরক্ষা আইন'। ইউ পি এ সরকারের খাদ্য সুরক্ষা আইনের বিরোধী (!) মমতা ব্যানার্জি এখন সেই আইনকেই রাজ্যে লাগু করার কাজে উদ্যোগী। • রাজ্যে বর্তমানে এ পি এল, বি পি এল ও অন্ত্যোদয় যোজনা মিলিয়ে রেশন কার্ডের সংখ্যা ৯কোটি ১৮লক্ষ ১৩হাজার। খাদ্য সুরক্ষা আইনের নতুন বিধি মোতাবেক রাজ্যে আগামী দিনে রেশন পেতে চলেছেন সর্বোচ্চ ৫কোটি ১৫লক্ষ ৭২হাজার ৮০০রাজ্যবাসী। স্বাভাবিক নিয়মেই রেশনের আওতা থেকে সরাসরি বাদ পড়তে চলেছেন ৪কোটি ২লক্ষ ৪০হাজার ৫৫৭জন। শতাংশের বিচারে এরাজ্যের ৪৩শতাংশ রেশন গ্রাহক বাদ পড়ছেন।খাদ্য নিরাপত্তা আইনের নামে ভয়াবহ এই আক্রমণ নামিয়ে আনার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই আইনকে এখন দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়িত করতে শুরু করে দিয়েছে মমতা ব্যানার্জির সরকার।

ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি

• ক্ষমতায় আসার পর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানোর জন্য লোক দেখানো 'টাস্ক ফোর্স' তৈরি করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু গত চারবছরের রাজ্যের মানুষের অভিজ্ঞতা কী? • ঋণগ্রস্ত কৃষক ফসল ফলিয়ে নায্য দর পায় না। তার জেরে গ্রামে বেড়ে চলেছে কৃষক আত্মহত্যার মিছিল। গত চার বছরে ১১৪জন কৃষক এখনও পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছেন। অথচ বাজারে গিয়ে এরাজ্যে উৎপাদিত পণ্য চড়া দরে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন রাজ্যবাসী। • বাজারে যত দাম বেড়েছে নবান্ন থেকে দাম কমানো নিয়ে টাস্ক ফোর্সের সভা করে 'কড়া বার্তা' দিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আলুর দর যখন বাজারে ২৫টাকা কেজি, তখন সরকারের বেধে দেওয়া ১৪টাকা কেজি দরে আলু কোথাও পাওয়া যায়নি। • একবার মুরগীর মাংসের দাম বেঁধে ন্যায্যমূল্যের মুরগীর মাংসের দোকান খোলা হয়েছিলো মহাকরণে। কিন্তু সরকারের দাম বেঁধে দেওয়ার জন্য গোটা রাজ্যের বেড়ে যায় মাংসের দাম। • ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করায় রাজ্যের বাজারে জিনিসের দাম তো কমেইনি, বরং ভিনরাজ্য থেকে মাছ, সবজি আসা বন্ধ হয়ে যায়। আর চলতি বছরে এরাজ্যে যখন বাড়তি আলু উৎপাদন হয়েছে তখন সেই আলু পড়শি রাজ্যে পাঠানো যাচ্ছে না। কারণ, মমতা ব্যানার্জির সরকারের হঠকারী সিদ্ধান্তে পড়শি রাজ্যে আলুর চাহিদা কমে গেছে। • আলুর পাশাপাশি একই চিত্র ধানের ক্ষেত্রেও। রাজ্যের কৃষক ধানের অভাবী বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। আর রাজ্যে প্রতিদিন হু হু করে বাড়ছে চালের দর। গত চার বছরে কমপক্ষে ১০টাকা কেজিতে বেড়েছে চালের দাম। দরদাম বৃদ্ধিতে মানুষ অতিষ্ট। তৃণমূল দল ও সরকারের তাতে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। • তৃণমূল সরকারের চার বছরে শিশুর খাওয়ার জন্য দুধের দামও বাড়ানো হয়েছে চারবার। ২০১১ সালে ক্ষমতায় বসেই প্রথম এই সরকার দুধের দাম বাড়িয়েছিল।

আয়লা বিধ্বস্ত সুন্দরবনে ধাপ্পা

• আয়লা বিধ্বস্ত সুন্দরবন নিয়েও ধাপ্পা দিতে তৃণমূলের দ্বিধা হয় না। • সুন্দরবনে জমি অধিগ্রহণ করে পাকা বাঁধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। সুন্দরবনে আয়লায় বিধ্বস্ত নদীবাঁধ নির্মাণে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষমতায় বসার পর ২০১১-র ৪ঠা জুন মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মহাকরণ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেছিলেন, সুন্দরবনে আইলা বিধ্বস্ত এলাকার বাঁধ নির্মাণের জন্য জমি দিলে জমিদাতা পরিবারের সদস্যদের একজনকে রাজ্য সরকারী চাকরি দেওয়া হবে। তারপর ২০১২-র ১লা ফেব্রুয়ারি গোসাবার সভাতেও একই ঘোষণা ছিল তৃণমূল নেত্রীর মুখে। • কিন্তু এতদিন সুন্দরবনে পাকা বাঁধ হয়েছে ১০০ মিটারের কিছু বেশি। হওয়ার কথা প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিমি। প্রথম দফায় ২৬৩ কিমি বাঁধ তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে সরকার। তার জন্য ১০৩২ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে। এই টাকার ৭৫ শতাংশই কেন্দ্রীয়

সরকারের দেওয়ার কথা। • জমির জন্য চাকরির ঘোষণাও এখন অস্বীকার করছে সরকার। • বামফ্রন্ট সরকার থাকার সময় তৃণমূলের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কেন্দ্রকে চিঠি লেখেছিলেন, যাতে কোনো কেন্দ্রীয় সাহায্য না দেওয়া হয়। সেদিন কেন্দ্রীয় সরকারে থাকা তৃণমূলের সাংসদ, মন্ত্রীরা বাধা না দিলে বাঁধসহ অন্যান্য পরিকাঠামোর আরও উন্নতির কাজ অনেকটা এগিয়ে যেত। সুন্দরবনের জন্য নয়াদিল্লিতে রাজ্যের সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলেও তৃণমূল থাকেনি প্রতিহিংসাবশত। • সুন্দরবনসহ উপকূলবর্তী এলাকায় ৫০টি 'মাল্টিপারপাস সাইক্লোন সেন্টার' তৈরির ঘোষণা ছিল রাজ্য সরকারের। কিন্তু এখনো পর্যন্ত একটিও সাইক্লোন সেন্টার হয়নি।

জঙ্গলমহল 'হাসছে' বিজ্ঞাপনেই!

• রাজ্যের সর্বত্র দেদার হোর্ডিং-এ মুখ্যমন্ত্রীর ছবিসহ বিজ্ঞাপন 'জঙ্গলমহল হাসছে'। সেই জঙ্গলমহলেও মমতা ব্যানার্জি অনেক ঘোষণা এখনও বাস্তবের মুখ দেখেনি। • যেমন – (১) প্রতি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রর আসন ৩০টি করে করে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। হয়নি। (২) প্রতিটি ব্লকে কিষাণ বাজার হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন পর্যন্ত জঙ্গলমহলের কোন ব্লকেই তার কোন কাজ শুরু হয়নি। (৩) ৭৫,২০৫টি পরিবারকে কৃষি পেনশন দেওয়ার কথাও বলেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। বাস্তবে হয়নি। (৪) প্রতি ব্লকে একটি করে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্র করার ঘোষণা ছিল। একটিও হয়নি এখনো। (৫) প্রতি ব্লকে একটি করে পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ার কথা ছিল। তার একটিরও দেখা মেলেনি গত আড়াই বছরে। (৬) ঝাড়গ্রামে দুটি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার হবে– জানিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। এখন পর্যন্ত তার একটিও বাস্তবের মুখ দেখেনি। (৭) নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর আর শালবনীতে কলেজ হওয়ার কথা ছিল। তার একটিও এখনো মাথা তোলেনি। (৮) পুরুলিয়ার বলরামপুরের আই টি আই-র কাজ শুরু হয়নি। শালবনীর আই টি আই-র কাজও শেষ হয়নি। (৯) সাঁওতালি ভাষায় স্থায়ী ১৮০০শিক্ষক নিয়োগের কথা দেওয়া হয়েছিল জঙ্গলমহলের স্কুলগুলিতে। নিয়োগ হয়েছে অর্ধেকের বেশি। – অবশ্য সবাই অস্থায়ী, চুক্তিতে নিযুক্ত হয়েছেন। (১০) নয়াগ্রামের খড়িকামাথানিতে স্টেডিয়াম করার ঘোষণা ছিল। জঙ্গলমহল সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের গত ২৩শে ডিসেম্বরের রিপোর্ট জানাচ্ছে জমির সমস্যার কারণে সেই কাজ এখনো শুরু হয়নি। (১১) জঙ্গলমহলে রেশন বিলির জন্য ২৯টি দোকান স্বনির্ভর গোষ্ঠীরা পরিচালনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি ছিল খাদ্য দপ্তরের। তার ১৭টি পশ্চিম মেদিনীপুরে, ৮টি পুরুলিয়ায় এবং ৪টি বাঁকুড়ায় হওয়ার কথা ছিল। সরকারী রিপোর্ট জানাচ্ছে একটিও খোলা যায়নি। (১২) লালগড়ে এ এন এম ট্রেনিং স্কুলের নির্মাণ কাজও এখনো শুরু হয়নি। (১৩) নেতাইয়ের রাস্তার কাজ হচ্ছে না প্রকাশ্যে গ্রামবাসীরা অভিযোগ জানিয়েছিলেন ২০১২-র আগস্টে। সেই রাস্তা এখনো শেষ হয়নি। (১৪) পুরুলিয়ার স্পোর্টস অ্যাকাডেমি এখন বিশ বাঁও জলে।

ধাক্কা আদালতকেও

• বেআইনী কাজে অভ্যস্ত তৃণমূল সরকার আদালতে একের পর এক ধাক্কা খেয়েছে। • সিঙ্গুরের জমি ফেরতের ঘোষণা করে সরকারে এসেই আইন তৃণমূল সরকারের। কলকাতা হাইকোর্ট সিঙ্গুর আইনকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক বলে বাতিল করে দিয়েছে। সিঙ্গুরের জমি অন্ধকারেই। • পুলিস কর্মীদের সংগঠন নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলো তৃণমূল সরকার। হাইকোর্ট তা বাতিল করে। • বামপন্থীরা রয়েছে বলে সমবায় পরিচালন সংস্থা ভেঙে দিতে আইন সংশোধন করে তৃণমূল সরকার। হাইকোর্ট সেই সংশোধনী আইনকে অসাংবিধানিক বলে বাতিল করে দিয়েছে। • হলদিয়ায় মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন বাতিল করেছিলো তৃণমূল সরকার। নির্দেশ খারিজ হাইকোর্টে। • হুগলীর গুড়াপের হোমে মহিলাদের ওপরে অত্যাচার ও হত্যার তদন্তে সি আই ডি-র কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করে সি বি আই-কে তদন্তভার দিয়েছে হাইকোর্ট। • ধনেখালিতে পুলিস লকআপে মৃত্যুর পিছনে তৃণমূল বিধায়ক অসীমা পাত্রকে আড়ালের অভিযোগ সি আই ডি-র বিরুদ্ধে। হাইকোর্টে বিচারপতির ক্ষোভ প্রকাশ, পুলিসের ওসি গ্রেপ্তার হয়নি কেন? পরে সি বি আই তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত। • পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মামলায় কমিশনের পক্ষেই রায় আদালতের। • মধ্যমগ্রামের কিশোরীর ধর্ষণ ও পুড়ে মৃত্যুর ঘটনায় আদালতের সি বি আই নির্দেশের হাত থেকে বাঁচতে সরকার বাধ্য হয়েছে দময়ন্তী সেনের নেতৃত্বে সি আই ডি তদন্তের ব্যবস্থা করতে। • গত ১লা জুন (২০১৫) কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ তৃণমূল সরকারের তৈরি পরিষদীয় সচিব আইনকে অবৈধ, অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছে। ২০১৩ সালে তৈরি এই আইন খারিজ হওয়ায় বাতিল হয়ে গেল পরিষদীয় সচিব পদ। • তৃণমূল সরকারের স্বৈরাচারী এবং আইন বহির্ভূত কাজে আদালত যখন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন সরকারী হুমকির মুখে রেহাই মেলেনি আদালতেরও। ২০১২ সালের ১৪ আগস্ট রাজ্য বিধানসভার প্ল্যাটিনাম জুবিলির সূচনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তিনি অভিযোগ করেন, টাকার বিনিময়ে আদালতে বিচার হচ্ছে। একই ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী আরো দুটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানকেও আক্রমণ করেন।

জনগণের টাকায় মিথ্যা প্রচার

• তৃণমূল সরকার প্রথম থেকেই নতুন নজির সৃষ্টি করেছে জনগণের টাকায় কল্পিত সরকারী সাফল্যের ঢাক পিটিয়ে। খবরে কাগজ, টিভি, হোর্ডিং সব মাধ্যমেই চলছে ঢালাও প্রচার। • শুধু সরকারের প্রচার বলাও শক্ত। প্রতিটি বিজ্ঞাপনে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি, ছোটবড় মন্ত্রীদের সহাস্য মুখের ছবি ছাপা হচ্ছে ফলাও করে। করদাতাদের পয়সা খরচ করে ব্যক্তি-'মহিমা'-প্রচারের এহেন উৎকট পন্থা পশ্চিমবঙ্গ কখনও দেখেনি। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার বছরে

কয়েকশো কোটি টাকা এভাবে জলে ঢেলে দিচ্ছে। • শুধু প্রচার নয়, সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রেও চলছে নোংরা রাজনীতি। শুধুমাত্র বাছাই করা তৃণমূল-পন্থী ধামাধরা মিডিয়াই সরকারী বিজ্ঞাপন পায়। স্বাধীন মত থাকলেই বাদ।

তৃণমূল হঠাও পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও

• তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার পঞ্চায়েতে কিছু রাস্তা, কিছু বনসৃজন, কলকাতায় পানীয় জলের বাড়তি কিছু ব্যবস্থা করেছে। সবটাই ভোটের উদ্দেশ্যে, যা কিছু হয়েছে বহিরঙ্গে হয়েছে, সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি। আর যেখানে যতটুকু কাজ, সেখানেই দুর্নীতির হাত। ঠিকাদার-সিন্ডিকেট-তৃণমূলী চক্রের দৌরাত্ম। গোটা রাজ্যে যেমন গণতন্ত্র, তেমনই বাক স্বাধীনতা এবং সুস্থভাবে জীবনযাপনে নাভিশ্বাস উঠেছে। মোদী সরকারের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ায় আরও বেপরোয়াভাবে স্বৈরতন্ত্রী হয়ে উঠেছে তৃণমূল দল ও সরকার। সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাশ করা ছাত্র ও গবেষকদের মুখ পুড়েছে তৃণমূলী শাসনে শিক্ষাক্ষেত্রে গুন্ডারাজ কায়েমের জন্য। নারীর ইজ্জতহানি, কৃষকের আত্মহত্যা, খুনোখুনি, জোর জুলুম, তোলাবাজি, হুমকি, অপহরণ এরাজ্যে প্রতিদিনের ঘটনা। প্রতিবাদের বিনিময়ে প্রতিহিংসা, প্রতিকার চাইতে গেলে হামলা ও মিথ্যা মামলা। শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতেও ফ্যাসিস্টসুলভ কার্যকলাপের বিস্তৃতি এই রাজত্বে তৃণমূল-পুলিসের যৌথ সরকারী বৈধতার কার্যক্রম। দুর্নীতিরও নেতৃত্বে দল ও সরকারের মুখ্যব্যক্তি। তারই ধারায় গোটা দল, সরকার ও প্রশাসন এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা দুর্নীতির পাঁকে জড়িয়ে গেছে। মৌলবাদী বিপদ দিন দিন বাড়ছে। শ্বাসরুদ্ধ গণতন্ত্র, চরম অতিষ্ঠ মানুষ। আওয়াজ উঠছে: তৃণমূল হঠাও: রাজ্য বাঁচাও / বিজেপি হঠাও: দেশ বাঁচাও।

পরিশিষ্ট

তৃণমূলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি- ২০১১

গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রকাশিত তৃণমূল কংগ্রেসের ৬৪ পৃষ্ঠার ইস্তেহারটি তাদের অন্যসব দলিলের মতোই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা ও ভিত্তিহীন অপপ্রচারের বস্তা। ইস্তেহারের কোন ইংরাজী অনুবাদ তারা করেনি। তবে ইংরাজীতে প্রকাশ করেছিল 'ভিশন ডকুমেন্ট' নামে ৫৯ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। মূলত ঐ ভিশন ডকুমেন্টে এবং কিছুটা ঐ বাংলা ইস্তেহার মিলে তৃণমূলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির একটা তালিকা পাওয়া যায়। কিছু বিষয় বাংলা ইস্তেহারে আছে, ইংরাজীতে নেই। কিছু ইংরাজীতে আছে, বাংলায় নেই। তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় এলে প্রথম ২০০ দিনে এবং প্রথম ১০০০ দিনে (৩৩ মাস ১০ দিন) কী কী কাজ করবে তার দুটো তালিকা ইংরাজী ভিশন ডকুমেন্টে রয়েছে।

তবুও, সব মিলিয়ে বাংলা ইস্তেহার এবং ইংরাজী ভিশন ডকুমেন্টে তৃণমূলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে বাছাই চল্লিশটি ছিল এরকম–

(১) শিল্পে হবে 'সবুজ বিপ্লব'। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ১৯); (২) এককোটি বেকারের চাকরি। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ৩৪); (৩) তৃণমূল সরকারের লক্ষ্য হবে 'উন্নততর কর্মসংস্থান' সৃষ্টি করা । (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ১৯); (৪) রাজ্যের প্রতিটি জেলায় শিল্প হাব নির্মাণের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে। প্রথম একহাজার দিনের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। (ভিশন ডকুমেন্ট পৃষ্ঠা ৪, ৫৪); (৫) পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতিটি মহকুমায় অন্তত ১০টি করে বড়, মাঝারি শিল্প গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ২০); (৬) প্রথম দুশো দিনের মধ্যে তৃণমূল সরকার রাজ্যজুড়ে শিল্পনগরী শৃঙ্খল গড়ে তুলবে। একহাজার দিনের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে। (ভিশন ডকুমেন্ট , পৃষ্ঠা ৫৪); (৭) বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি খোলার প্রক্রিয়া প্রথম দুশো দিনের মধ্যে শুরু করা হবে। (ভিশন ডকুমেন্ট, পৃষ্টা ৪); (৮) তৃণমূল সরকার রাজ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের বিকাশ ঘটাবে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে ''ব্যাপক'' কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। (ভিশন ডকুমেন্ট , পৃষ্ঠা ১); (৯) তৃণমূল সরকার ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে ''ব্যাপক কর্মসংস্থান''-র ব্যবস্থা করবে। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্টা ১২); (১০) তথ্য প্রযুক্তি শিল্প হলদিয়া, দুর্গাপুর, খড়গপুর, কল্যানী ও শিলিগুড়িতে সম্প্রসারিত করা হবে একহাজার দিনের মধ্যে। ২০১৫ সালের মধ্যে দেশে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প থেকে রাজস্ব আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ দখল করবে পশ্চিমবঙ্গ। (ভিশন ডকুমেন্ট, পৃষ্ঠা ৫৪); (১১) প্রথম দুশো দিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গের চা-বাগান এবং রাজ্যের জুটমিলগুলির পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। (ভিশন ডকুমেন্ট, পৃষ্টা ৪); (১২) কলকাতাকে লন্ডন, হঙকঙ, সিঙ্গাপুরের মত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উদ্যোগের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ২৬); (১৩) ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের জন্য রাজ্যজুড়ে ক্লাস্টার তৈরি করা হবে। প্রথম দুশো দিনের মধ্যেই এরকম ১৭টি ক্লাস্টার নির্বাচন করা হবে। সেগুলি বিশ্বমানের উৎকর্ষ কেন্দ্র পরিণত করা হবে। এক বছরের মধ্যেই তা গোটা রাজ্যে প্রসারিত করা হবে। (ভিশন ডকুমেন্ট, পৃষ্ঠা ৫৪); (১৪) উন্নততর কর্মসংস্থানের জন্য এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক তৈরি করা হবে। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ২৬); (১৫) শিল্পের জন্য উপযুক্ত জমির মানচিত্র তৈরি করা হবে। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ২৩); (১৬) ''স্বচ্ছ ভূমি নীতি'' তৈরি করা হবে। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ২৪); (১৭) গুজরাট/মহারাষ্ট্রের মডেলে কৃষকদের নিয়ে সমবায় গঠনের কর্মসূচী চালু করা হবে একহাজার দিনের মধ্যে। (ভিশন ডকুমেন্ট, পৃষ্ঠা ৫৭); (১৮) 'পূর্ণাঙ্গ ল্যান্ড ব্যাঙ্ক' তৈরি করা হবে। তৈরি করতে হবে 'বেঙ্গল ল্যান্ড ব্যাঙ্ক অথরিটি'। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ২৩-২৪); (১৯) পাঁচ বছরের মধ্যে ১০০ শতাংশ জমিতে সেচ এবং ১০০ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারবে। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ৩৩); (২০) রাজ্যের বন্ধ কলকারখানাগুলির ''৪৪ হাজার একর'' জমিতে হয় আগের কারখানার পুরুজ্জীবন নয়, নতুন কারখানা গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ২৫); (২১) তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার দুশো দিনের মধ্যে নতুন এক কৃষিপ্রক্রিয়াকরণ বিপ্লবের সূচনা করবে। (ভিশন ডকুমেন্ট, পৃষ্টা ৪৬);

(২২) সংখ্যলঘুদের চাকরিতে বিশেষ প্রাধান্য। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ৩৫); (২৩) ''চাকরি ক্ষেত্রে তফসিলি আদিবাসী ও ওবিসিদের সংরক্ষণ অনুযায়ী সমস্ত পদ ভর্তি করা হবে।'' (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ৩৫); (২৪) ''সংখ্যালঘুদের কর্মসংস্থানে প্রাধান্য দেওয়া হবে।'' (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ৩৫); (২৫) মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য 'উন্নত' ও 'বিশেষ' বেতন কাঠামো করা হবে। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ৩২, ৩৫); (২৬) মাদ্রাসাগুলিতে কারিগরি শিক্ষার জন্য বিশেষ বাজেট বরাদ্দ করা হবে। (ভিশন ডকুমেন্ট, পৃষ্ঠা ৪৩); (২৭) রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাগুলির পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা হবে। (ভিশন ডকুমেন্ট, পৃষ্ঠা ৪৯) পরিবহন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান হবে। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ৩৬); (২৮) কলকাতায় রেল বিকাশ করপোরেশন তৈরি হবে মেট্রো ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ৩৬); (২৯) কলকাতাকে 'লন্ডন', দীঘাকে 'গোয়া', দার্জিলিঙকে 'সুইজারল্যান্ড' বানানো হবে। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ৩৭); (৩০) দুশো দিনের মধ্যে মালদা, কোচবিহার, বালুরঘাট, আসানসোল-দুর্গাপুর, মেদিনীপুর,, বীরভূম ও সাগরে বিমানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা হবে। (ভিশন ডকুমেন্ট, পৃষ্ঠা ৪১); (৩১) সরকার গঠনের দুশো দিনের মধ্যে কী করবে বলতে গিয়ে ভিশন ডকুমেন্টে বলা হয়েছে, তৃণমূল সরকার ১০টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করবে (পৃষ্ঠা ৪২)। আবার ৫৬ নং পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে, সরকার গঠনের তিন বছরের মধ্যে রাজ্যে অন্তত পক্ষে ১৫টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্টার জন্য রাজ্য সরকার নীতি প্রণয়ণ করবে। (ভিশন ডকুমেন্ট , পৃষ্ঠা ৫৬); (৩২) 'মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ' (ইংরাজীতে বহুবচনে, মানে অনেকগুলি হবে), 'মতুয়া সম্প্রদায় বিশ্ববিদ্যালয়' তৈরি করবে, আরও মাদ্রাসা, আরও উর্দু মাধ্যম স্কুল, আরও হিন্দি মাধ্যম স্কুল তৈরি করবে। (ভিশন ডকুমেন্ট , পৃষ্ঠা ৪৩); (৩৩) তৃণমূল সরকারের লক্ষ্য রাজ্যে ৩০০ আই টি আই প্রতিষ্ঠা করা। (ভিশন ডকুমেন্ট, পৃষ্ঠা ৩২); (৩৪) আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেলে রাজ্যে আরও বেশি সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্টা করা হবে একহাজার দিনের মধ্যে। (ভিশন ডকুমেন্ট, পৃষ্ঠা ৫৬); (৩৫) সারা রাজ্যে গ্রামীণ মানুষদের জন্য হেলথ কার্ডের ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রত্যেকটি মহকুমা হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট তৈরি করা হবে। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ৩০); (৩৬) প্রতিটি মহকুমায় অন্ততপক্ষে একটি মাল্টি-ফেসিলিটি হাসপাতাল চালু করা হবে একহাজার দিনের মধ্যে। (ভিশন ডকুমেন্ট , পৃষ্ঠা ৫৬); (৩৭) সরকার প্রথমেই রাজ্যে বি পি এল-র প্রকৃত সংখ্যা কত তা নির্ধারণ করবে। ৫ বছরের মধ্যে সেই সংখ্য অন্তত ১০ শতাংশ কমাবে। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ৩৩); (৩৮) পাঁছ বছরে ১০০ শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ ও পানীয় জল। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ৩৩); (৩৯) গরীব মানুষের জন্য ১০ লক্ষ আবাসন। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ৪০); (৪০) নতুন নগর ও বন্দর তৈরি করা হবে। (বাংলা ইস্তেহার, পৃষ্ঠা ৪১)

নির্জলা মিথ্যাচার ও বাগাড়ম্বর

চার বছর পর মিলিয়ে দেখা যেতে পারে প্রতিশ্রুতি মত আদৌ কোন কাজ হয়েছে কিনা। মানুষের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা কিন্তু ইতিবাচক কিছু দেখছেন না। ভোটের আগে আরও অনেক প্রতিশ্রুতি যে তৃণমূলের কাছ থেকে আসবে তাও বুঝতে পারছেন এরাজ্যের মানুষ।

তৃণমূল কংগ্রেসের ২০১১ সালের নির্বাচনের ইস্তেহার ও ভিশন ডকুমেন্ট পড়লে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নজরে আসে–

প্রথমত, বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে নির্জলা মিথ্যা ও কুৎসার বন্যা। এমন নয় যে সব কাজ বামফ্রন্ট সরকার করে ফেলতে পেরেছিল। কিন্তু, একটি কাজও করেছে এমন মানতে তারা রাজি নয়।

দ্বিতীয়ত, কী কী কাজ তৃণমূল রাজ্যে সরকার গঠন করলে করবে সে ব্যাপারেও গুচ্ছ গুচ্ছ ধোঁয়াশা। জরুরী বিষয়গুলিতে অস্পষ্টতা রেখে দেওয়া হয়েছে ইচ্ছে করেই, যাতে প্রতিশ্রুতিগুলির কতটা কি হল তা পাঁচ বছর পর মিলিয়ে নেওয়া কঠিন হয়।

তৃতীয়ত, বাগাড়ম্বর। চমকে দেওয়ার মত কথা, যেমন, 'শিল্পে সবুজ বিপ্লব', 'এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক', কলকাতা হবে লন্ডন, দীঘা গোয়া, উত্তরবঙ্গ সুইজারল্যান্ড। বাস্তবে কী করা সম্ভব, কোনটা কোন পরিস্থিতিতে অগ্রাধিকার, এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজনবোধ করেনি। কারণ, তৃণমূল চায় কাজ হলো কি হলো না বিচার করার আগে নতুন মিথ্যাচারে সব বোধ গুলিয়ে দাও। তাই তৃণমূল ক্রমাগত মিথ তৈরি করতে চায়।

চতুর্থত, উদ্দেশ্য অসৎ হওয়ায় নয়া উদারবাদী পর্বে উন্নয়নের সমস্যা, গরীব মানুষের বর্ধিত বিপদ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিকল্পিতভাবেই তৃণমূল নীরব। যে যে কাজ রাজ্য সরকারের পক্ষে করা সমস্যা সে সব কাজও তৃণমূল সদর্পে বলেছে, কারণ ওদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিলেই চলে, কাজটা করার দায় নেই। পরের ভোটের আগে আরও কিছু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিলেই চলবে!